[illegible]

BanglaBook.org

——— এইচ এল গোল্ড

গিন্নী

BanglaBook.org

কাজী আনোয়ার হোসেন

মনটা বিষিয়ে রয়েছে তরিকুল্লার।

প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে খবর নিয়েই এসেছে সে এতদূর সোনাগাজীর বিলে। বিশ, এমন কি তিরিশ সেরী রুই-কাৎলাকে নাকি লাফিয়ে শূন্যে উঠতে দেখেছে মতলব আলী এই বিলে, নিজের চোখে। ওর কাছে গাঁজা মারবে না মতলব, ঠেকা আছে। গুল যে মারেনি সেটা পৌঁছেই টের পেয়েছে সে এখানে ওখানে বিশাল লেজের ঝাপটানি আর ঝিম দেখে। নৌকাটাও পেয়েছে খটখটে শুকনো, চমৎকার—কোথাও কোনো ছেঁদা নেই। মাথার ওপর নির্মেঘ নীলাকাশ, বাতাস বইছে মৃদুমন্দ, ছোট ছোট ঢেউ-য়ের দোলায় নাচছে ফাৎনা। গোটা চারেক ছালা পেতে সুন্দর আরামের আসন করে নিয়েছে সে গলুইয়ে। ফ্লাস্কে ঠাণ্ডা পানি

আর ক্যানভাসের ব্যাগে গতকালকের বেঁচে যাওয়া দুই ডজন চিকেন স্যাণ্ডউইচ রয়েছে, সেই সাথে আধ ডজন অমৃতসাগর কলা আনতেও ভোলেনি সে। সিগারেটও রয়েছে প্রচুর। অভাব নেই কোনোকিছুরই। অন্তত পাঁচটা কাতলা ঘুর ঘুর করছে চারে, ঝিম দিচ্ছে, ফোট ছাড়ছে।

এইরকম অবস্থায় অন্য যেকোন সৌখিন মৎস্য-শিকারী আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে। তরিকুল্লাও হতো। অন্য যে-কোন দিন এইরকম পরিবেশে ছিপ ফেলবার সুযোগ পেলে ওরও মনটা নেচে উঠতো শিরশিরে পুলকে। কিন্তু আজ নানান উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় বিরক্ত হয়ে রয়েছে সে, একদম খিঁচড়ে রয়েছে মেজাজটা।

কেউ দেখতে পারে না ওকে!

শুকনো-পাতলা, বেঁটেখাটো চেহারা তরিকুল্লার। বয়স পঁয়-তাল্লিশের মত। সৎ লোক বলে সুনাম আছে শহরে। চা-শরব-তের বেশ বড়সড় একটা দোকান আছে ওর সী-বীচের ধারে। গরমকালে শরবতও বেচে, শীতকালে শুধু চা বিস্কুট ইত্যাদি। সারা বছরই ট্যুরিস্টের সমাগম—ভালই আয় হয়। খাটতে হয় প্রচুর, কিন্তু খাটুনির ফসলও ওঠে; খেয়ে পরে বেশ সচ্ছলতার মধ্যে দিয়েই দিন গুজরান হয় ওর। দোষের মধ্যে শুধু এই একটু মাছ ধরার বাতিক—মদ, জুয়া, কিচ্ছু না। শান্তশিষ্ট নিরিবিলি জীবন-যাপন পছন্দ করে সে।

কিন্তু হলে কি হবে, যেমন দজ্জাল বউটা, ছেলেমেয়ে দুটোও হয়েছে তেমনি বেয়াড়া আর পাজি। বাপটার মুখে ফেনা উঠে

যাচ্ছে খাটতে খাটতে, একটু যে সাহায্য বা সেবাযত্ন করবে···না। সারাক্ষণ সাজগোজ নিয়ে আছে ছুঁড়িটা, আর ছোঁড়াকে ধরেছে ফুটবলে—আজ এই মাঠে, কাল ঐ মাঠে অযথা একটা বল নিয়ে দৌড়ে বেড়ানো—কি যে মজা আছে ওতে ওই জানে। ক্যাশে বসালেই পয়সা সরাবে, কিম্বা মারপিট করবে বয়-বেয়ারা বা কাস্টোমারের সাথে, নয়তো বিনা পয়সায় খাওয়াবে বন্ধুদের। উড়োনচণ্ডীর একশেষ।

'কনে দেখতে আসবে! উ···হ্!' দাঁত খিঁচালো তরিকুল্লাহ আপন মনে। 'আলসের ঢেঁকি! চেহারার তো ঐ ছিরি, তাও যদি ঘর-সংসারের কাজকাম কিছু জানা থাকতো! শুধু সাজের বাহার, আর দিনরাত রেডিও সিলোন! পোয়েছ তো মায়ের চেহারা—আমার মতন গাধা নাকি ওরা যে রাজি হবে বিয়েতে? হবে না—আমি বলে দিচ্ছি ও ছুঁড়ির কপালে বিয়ে নেই।'

এত কথা বলার অবশ্য সুযোগ হয়নি, অর্ধেক শুনেই খেপে গিয়েছিল গিন্নী। 'চুপ করো, পোড়ামুখো মিনসে! খবরদার, যা মুখে আসে তাই বলবে না বলে দিচ্ছি! ভাল হবে না। মানুষ, না জানোয়ার? কি করে পারো তুমি নিজের মেয়ের সম্পর্কে এসব আলপাট্টা কথা মুখে আনতে? হবে না মানে? একশোবার হবে, আলবৎ রাজি হবে। যা দাবি করবে তাই মেটাবো। ফতুর হয়ে যাব তাও সই, ভাল বিয়ে আমি দেবই মেয়ের।'

পারলে দাও না, আমার আপত্তির কি আছে—মনে মনে বললো তরিকুল্লাহ। তবে কবির মোল্লার খাঁই মেটানো তোমার

The Online Library of Bangla Books BANGLA BOOK .ORG

কম্মো নয়, গিন্নী। কোরবানীর ছাগল কেনার মত দরাদরি করবে ওই লোক। দাও, পারলে দাও।

মেয়ের ওপর রাগ নেই তরিকুল্লার। আজকের এই হালের জন্যে সে সে মনে মনে মেয়েকে দোষী ভাবছে, তা-ও নয়। তবে পপির জন্যেই যে আজ ওকে ভাঙা ছিপ কোনমতে জোড়া দিয়ে মাছ ধরতে হচ্ছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। পরোক্ষভাবে এর জন্যে পপিও দায়ী।

সকাল ভোরে ঘুমঘুম চোখ মেলেই দেখতে পেয়েছে গিন্নী মাছের চার আর ছিপটিপ নিয়ে প্রায় তৈরি হয়ে গেছে তারিকুল্লাহ। আলগোছে সটকে পড়াটাই কেবল বাকি। ব্যাপার বুঝে মুহূর্তে পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে গিন্নী। 'যাও, মনের আনন্দে মাছ ধরোগে যাও!' বাঘের চোখে বার কয়েক ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলেছে, 'কাজকর্মের আর কি দরকার? অপদার্থ মিনসে! কাল এগজিবিশন শুরু হচ্ছে, দোকানটা সাজাতে হবে, লেবু-দই-চিনি-বরফের ব্যবস্থা করতে হবে, বাড়তি চেয়ার-টেবুল ভাড়া করতে হবে—এসব তো একটা ফুঁ দিলে আপনিই হয়ে যাবে। এসবের চেয়ে ড্যাং ড্যাং করে মাছ মেরে বেড়ানোটা অনেক জরুরী কাজ। যাও।'

'ওসব নিয়ে তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না,' আতংক চেপে রেখে একটা সাহসী ভূমিকা নেয়ার চেষ্টা করেছে তরিকুল্লাহ। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। ওরাই সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারবে।' গিন্নী ফাঁৎ করে জ্বলে উঠবার আগেই চট করে গলাটা নামিয়ে নিয়ে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলেছে, 'আজ-

কের এই একটা দিনই চান্স, রাবেয়া। কাল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে এগজিবিশন। তুমিই বলো, আগামী একটা মাসের মধ্যে কি আর মাছ ধরার সুযোগ পাব ?'

ভবি অত সহজে ভুলবার নয়। বিশাল শরীর নিয়ে উঠে বসেছে বিছানায়। গলার স্বর উঠে গেছে সপ্তমে।

'ওসব কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি। লজ্জা করে না বুড়ো হাবড়ার মাছ ধরার কথা উচ্চারণ করতে? সারাটা জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাছ-ভাজা করেছে—তাই বলে আজও ? আজ সন্ধ্যায় পপিকে দেখতে আসবে ছেলের বাপ। কোন্ আক্কেলে…'

'সন্ধ্যার তো দেরি আছে অনেক। আমি বিকেলের মধ্যেই…'

'দেরি আছে!' আকাশ থেকে পড়লো গিন্নী। 'সব ব্যবস্থা কে করবে শুনি ? বাজার করতে হবে, মিষ্টির অর্ডার দিতে হবে, দই লাগবে, ছাঁচি পানের…'

প্রত্যুত্তরে নিজে স্বপক্ষে কি বলেছিল তরিকুল্লাহ এখন আর মনে নেই। সেই বলাটাই হলো কাল। গিন্নী বিছানায় থাকতে থাকতেই চুপচাপ মানে মানে কেটে পড়া উচিত ছিল ওর। কথাটা বলার সাথে সাথেই মুহূর্তে প্রলয়ংকরী মূর্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তিন সেকেণ্ডের মধ্যে দেখা গেল আধখানা ছিপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে সে, বাকি অর্ধেক আরো দু'টুকরো করার চেষ্টা করছে গিন্নী। 'আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন · '

ছিপ ফেলে বসে আছে তরিকুল্লাহ। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ফাৎ··

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

নার ওপর, কিন্তু চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পেল সে সকালের ঘটনাটা। মনটা সাধে বিষিয়ে নেই ওর। মনে ভয়—বেঁধেছে অবশ্য খুবই শক্ত করে, কিন্তু তিরিশ সেরী কেন, একটা দুই সেরী মাছও এই জোড়া দেয়া ছিপ দিয়ে খেলে তোলা সহজ হবে না।

কপালটাই আসলে খারাপ আজ। ঐ তো গেল সকালের ঘটনা। বাস স্টেশনে এসে একটুর জন্যে মিস্ করলো সে প্রথম বাস। থাকো এখন একঘণ্টা বসে। বিলে পৌঁছে নৌকাওয়ালাকে খুঁজে বের করতে লেগে গেল ঝাড়া একটি ঘণ্টা। নৌকায় উঠে পোঁটলা খুলে দেখে তাড়াহুড়োয় ভুল চার নিয়ে চলে এসেছে সে। পিঁপড়ের ডিম যদিও তাজা, রুটিটা বাসি। তবু, আশেপাশে মাছের যা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, শুধু খৈল আর ভাত-পচাতেই কাজ হওয়ার কথা—কিন্তু সেই যে সকাল থেকে এই বেলা পাঁচটা পর্যন্ত ঠায় বসে আছে, একটা ঠোকর দেয়নি একটা মাছেও। একটাও না! ঘুরঘুর করছে, চার খেয়ে বেড়াচ্ছে, টোপ ধরছে না।

বেলা পড়ে যাচ্ছে। ফিরতে হবে। আর বেশি দেরি করলে রাত হয়ে যাবে বাড়ি ফিরতে। এবং দেরি করলে গিন্নীর…। ইশ্‌শ্! ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে তরিকুল্লার। অন্ততঃ একটা মাছ না ধরতে পারলে পুরো দিনটাই মাটি। টিটকারির জ্বালায় টেকা যাবে না বাড়িতে। আল্লা…শুধু একটা মাছ! শেষবারের মত অবশিষ্ট চারগুলো ছড়িয়ে দিল সে পানিতে। ফ্লাস্কের মুখ খুলে ঢক ঢক করে পানি খেল। ছিপ তুলে নিয়ে বড়শির

টোপটা পাল্টে দিয়ে তাতে খানিক থুথু ছিটিয়ে ছুঁড়ে দিল পানিতে। টুপ করে ডুবে গেল টোপ। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুতো গুটিয়ে ফাৎনাটা দাঁড় করাবার আগেই মৃদু ঠোকর অনুভব করলো সে। ফুঁপিয়ে ওঠার মত ছোট্ট একটু শ্বাস নিল সে হাঁ করে, পরমুহূর্তে সাঁৎ করে চলে গেল ফাৎনা পানির নিচে। সাঁই করে একটান দিয়ে বড়শিতে গেঁথে ফেললো সে মাছটাকে। তারপর ঘুরাতে শুরু করলো হুইল।

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠলো তরিকুল্লাহ ছিপটাকে বিপদজনক ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে যেতে দেখে। 'দোহাই, খাজা বাবা! যেন না ভাঙে! পাঁচ টাকার শিন্নী দেব দরগায়। কসম!'

ভাঙে-ভাঙে অবস্থায় চলে এসেছে ছিপ। ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে ছিপটার দিকে। চট করে টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিল তরিকুল্লাহ, কিন্তু তাতেও যে শেষ রক্ষা হবে এমন মনে হচ্ছে না। চাপ কমাবার জন্যে পানির নিচে ডুবিয়ে ধরলো সে ছিপটা সুতোর সাথে সমান্তরাল করে। এভাবে মাছ ধরা লজ্জার কথা। চারপাশে চাইলো—ভাগ্যিশ কেউ নেই কাছে পিঠে। কড় কড় শব্দ করে ঘুরিয়ে চলেছে সে হুইলটা। বোধহয় কাছে চলে এসেছে মাছটা, এখন যে-কোন মুহূর্তে শুরু হবে দৌড়—একটানে বের করে নিয়ে যাবে তিনশো গজ সুতো।

'ব্যাপার কি! বাইম মাছ নাকি?' বিড় বিড় করে বললো তরিকুল্লাহ। 'নড়েচড়ে না কেন শালা? ঝাপটা দেয় না কেন? কিরে, একটু ফাইট কর্!'

একটু পরেই বড়শির আগায় বেধে পানির উপর উঠে এলো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

লাল আর হলুদ রঙ করা ছোট্ট একটা সোলার মুকুট।

কটমট করে চেয়ে রইলো সে মুকুটের দিকে। রাগে জ্বলে গেছে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কঠোর হয়ে উঠেছে মুখের ভাব। দাঁতে দাঁত চেপে বড়শি থেকে খসিয়ে নৌকার পাটাতনের উপর ফেললো সে ওটা, দুই পা দিয়ে জুতোর তলায় মাড়াতে শুরু করলো। রাগে আঁধার দেখছে সে চোখে।

'সারাটা দিন বসে আছি,' ফুঁপিয়ে উঠলো সে, 'সাড়ে সাত টাকা বাসের ভাড়া, চার টাকা নৌকা ভাড়া, আড়াই টাকার চার, নতুন আরেকটা ছিপ কেনার কথা তো ছেড়েই দিলাম, দশ টাকা দেনা হয়ে গেছি পীরের দরগায়—কিসের জন্যে? সোলার এক থেলনা মুকুট, শালা, এই তোর জন্যে! তোর জন্যে! তোর জন্যে!'

এমনি সময় নৌকার বাম ধার থেকে একটা মিষ্টি, মোলায়েম কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'দয়া করে আমার মুকুটটা দেবেন?'

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো তরিকুল্লাহ। দেখলো ছোট্ট একটা মানুষ এগিয়ে আসছে ওর দিকে সাঁতার কেটে। সাঁতার কাটছে বটে, কিন্তু খাড়া হয়ে—হাত দুটো ভাঁজ করে রাখা রয়েছে বুকের ওপর, চোখেমুখে শান্ত সমাহিত একটা ভাব। নৌকার কাছে এসে আহত-গম্ভীর দৃষ্টিতে চাইলো তরিকুল্লার মুখের দিকে।

'আপনি আমার মুকুটটা পা দিয়ে মাড়াচ্ছেন।' উত্তাপের ছিটেফোঁটাও নেই কণ্ঠস্বরে। কিন্তু গম্ভীর।

'খুব চাল দেখানো হচ্ছে! অ্যাঁ?' এতটুকু ছোট্ট মানুষের প্রচণ্ড গাম্ভীর্য দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেল তরিকুল্লার ঠোঁটে। জিজ্ঞেস করলো, 'বয়স কত, খোকা?'

'আমার বয়স নেই। জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। আমি জলকুমার।'

'কুমার? অ! ভাগ্যিশ কুমীর নও। তা, হাতদুটো বুকে বেঁধে ওরকম উদ্ধত ভঙ্গিতে সাঁতরাচ্ছো কেন?'

'তাহলে কিভাবে সাঁতার কাটবো?' বিনীত কণ্ঠে প্রশ্ন এলো।

'কেন, স্বাভাবিক মানুষের মত?'

'কিন্তু আমি তো মানুষ নই। আমি একজন জলকুমার। পরী চেনেন? জলপরী, ফুলপরী—এদের কথা শোনেননি? আমি সেই জলপরীদের ভাই, জলকুমার। আমাদের স্ট্যাটাস উপ-দেবতাদের সমান, তাই হাত দিয়ে সাঁতার কাটতে পারি না আমরা। ও দুটো সব সময় বুকের কাছে ভাঁজ করে রাখতে হয় চেহারায় একটা উপযুক্ত মর্যাদার ভাব আনবার জন্যে। তাছাড়া সাঁতার কাটবার জন্যে মাছের মতই লেজ ব্যবহার করি আমরা। কিন্তু···দেরি হয়ে যাচ্ছে, দয়া করে আমার মুকুটটা দিয়ে দিন। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে আমার, যা এক্ষুণি না করলেই নয়। নষ্ট করবার মত সময় নেই আমার হাতে।'

মেজাজ খিঁচড়ে রয়েছে তরিকুল্লার। দুর্বল মানুষের মেজাজ খিঁচড়ে থাকলে যা হয়, মাত্র আড়াই ফুট লম্বা নিরীহ বিনয়ী এই জলকুমারকে হাতে পেয়ে ওর উপর খানিক চোটপাট করে নিজের পৌরুষ ফলাবার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। আকারে বড় বলেই নিজেকে সে ধরে নিয়েছে এই ক্ষুদে বামনের চেয়ে অনেক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বেশি ক্ষমতাশালী। অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবে মনে করলো, এর উপর খানিক হম্বিতম্বি করলে বড় হওয়া যাবে।

'খুব ডাঁট দেখানো হচ্ছে, না?' টিটকারির ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো তরিকুল্লাহ, 'কি এমন কাজ পড়ে রয়েছে তোমার, খোকা?'

'দেখুন, সত্যি বলতে কি, তাড়া আছে আমার। বিশ্বাস করুন।' একটু যেন উদ্বিগ্ন শোনালো জলকুমারে গলা। 'তবে সব না শুনে যদি মুকুটটা ফেরত দিতে না চান, বলতেই হবে আমাকে। পানির হিসেব নিয়ে ব্যস্ত আছি আমি এই মুহূর্তে। এ ব্যাপারে আমাদের ফিশারী ডিপার্টমেন্ট অবশ্য যথাসাধ্য সহযোগিতা করছে, কিন্তু কেবল ওদের ওপর পুরোটা নির্ভর করা যায় না। সমস্যা আসলে দেখা দিয়েছে দুই দিক থেকে। একে পানি কমে গেছে প্রচণ্ড খরায়, ওদিকে মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বিপদজনক হারে। মাছের জনসংখ্যা স্বাভাবিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত টোপ গিলতে মানা করে দিয়েছি আমরা সব মাছকে।' তরিকুল্লার ঠোঁটের কোণে তির্যক হাসির রেখা ফুটে উঠলো। কিন্তু সেদিকে দৃকপাত না করে প্রফেসারী ভঙ্গিতে বলেই চললো জলকুমার, 'আমার আসল কাজ গোটা বাংলাদেশের বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা। ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে ইণ্ডিয়া আমাদের এদিকটা একেবারে মরুভূমি বানিয়ে দেয়ার জোগাড় করেছে। ওদিকে কিছুটা সামাল দিতে উত্তর-বাংলায় পাঠাতে হচ্ছে মেঘ। কিন্তু স্টক তো লিমিটেড। ওদিকে বেশি দিতে গেলে এদিকে আবার লবণাক্ত হয়ে উঠতে চায় নদীর মিঠে পানি। কাজেই কোথায় ঠিক কতটা বৃষ্টি দিতে হবে সেই কঠিন হিসেব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি, এমনি গিন্নী

সময়ে আপনার বড়শিটা গিয়ে তুলে এনেছে আমার মাথার মুকুট। এবার দয়া করে ফেরত দেবেন ওটা?'

কথা শেষ হতেই খ্যাক খ্যাক করে কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলো তরিকুল্লাহ।

'পয়লা গুলই যথেষ্ট ছিল—ঐ মাছেদের টোপ গিলতে বারণ করাটা। হাসালে মাইরী! গাঁজা মারার আর জায়গা পেলে না। তার ওপর আবার দ্বিতীয় গুল: তোমার ইচ্ছায় বৃষ্টি ঝরে—হেঃ হেঃ হেঃ।' কিছুটা সামনে এগিয়ে আনলো মাথা। 'হয়ে যাক?' চোখ টিপলো, ভুরু নাচালো মাথা ঝাঁকিয়ে, 'ছোট্ট একটা প্রমাণ দেখা যাক?'

'নিশ্চয়ই। যদি নিতান্তই দেখতে চান, আপত্তি নেই আমার।' অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা তুলে পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে চাইলো জলকুমার। 'আকাশের ঐদিকটা লক্ষ্য করুন।'

সকৌতুকে চোখ তুললো তরিকুল্লাহ। ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নীলাকাশে একখণ্ড কালো মেঘ জমে উঠতে দেখেও মলিন হলো না হাসিটা। এরকম তো হতেই পারে—অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু পরমুহূর্তে নৌকো থেকে কিছুটা দূরে যখন বিশ ফুট বৃত্ত সৃষ্টি করে ঝমাঝম বৃষ্টি নেমে গেল, হাসি মিলিয়ে গেল ওর মুখ থেকে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাইলো সে জলকুমারের দিকে।

'অ! তাহলে তুমিই সেই ব্যাটা, যে প্রত্যেক শুক্রবার বৃষ্টি ঝরায়?'

'সেইটেই তো স্বাভাবিক, তাই না?' নরম গলায় বললো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কুমার। 'গরমকালে শতকরা বিরানব্বই ভাগ পানি খরচ হয় সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিনে। সেটা পূরণ করে দিতে হবে না? শুক্রবারটা সবার ছুটি। ঐ দিনই পুষিয়ে দেয়া হয় বৃষ্টির মাধ্যমে।'

'সবার ছুটি! বদমাশ কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠলো তরিকুল্লাহ। 'আমার কোথায় ছুটি? শুক্রবারে অন্যান্য দিনের চেয়ে তিন গুণ বেশি বিক্রি হওয়ার কথা, বিষ্টির জ্বালায় কোন শালা আসে না দোকানে। উহু, খুব সুন্দর দিন বাছাই করা হয়েছে··· ব্যাটা জল্লাদ! আমার ব্যবসাটা লাটে না তুলে ছাড়বে না!'

'আমি দুঃখিত,' অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র কণ্ঠে বললো কুমার। 'মানুষের সুবিধে-অসুবিধের জন্যে বৃষ্টি ঝরাই না আমি। আমার কাজ হচ্ছে মাছের স্বার্থরক্ষা করা।'

'মাছের স্বার্থরক্ষা করা!' ভেংচে উঠলো তরিকুল্লাহ জলকুমারের কণ্ঠস্বর নকল করে। 'তা না বলে সোজা বললেই হয় তোমার কাজ হচ্ছে আমার স্বার্থ নষ্ট করা, আমার সর্বনাশ করা, আমাকে পথে বসানো!'

তরিকুল্লার মেজাজের বহর দেখে বেশি কথা আর বাড়াতে চাইলো না জলকুমার, বুকের উপর থেকে ভাঁজ খুলে একটা হাত বাড়ালো সামনে। 'আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন, উত্তর দিয়েছি। প্রমাণ চেয়েছিলেন, দেখিয়েছি। এবার দয়া করে আমার মুকুটটা ফেরত দিন। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল, আগামী একটা মাস মুষলধারে বৃষ্টি নামাতে হবে এই অঞ্চলে, নইলে মাছগুলোর খুবই কষ্ট হচ্ছে। হিসেব না মিলিয়ে তো আর কাজে হাত দিতে

পারি না ? দিন…'

একলাফে উঠে দাঁড়ালো তরিকুল্লাহ টলটলায়মান নৌকার উপর। রাগের ঠেলায় কাঁপছে সে। 'একমাস বিষ্টি। বলে কি, শালা। এই একটা মাস যে এগজিবিশন থেকে দুটো পয়সা কামাবো সেটা সহ্য হচ্ছে না বুঝি ব্যাটার ? মর্ তুই, শালা। তোর মাছ আর বিষ্টি নিয়ে পানিতে ডুবে মর্। উচ্ছন্নে যা! যা, ভাগ্ এখান থেকে!'

এই বলে দুই হাতে টেনে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেললো সে সোলার মুকুট, তারপর টুকরোগুলো ছুঁড়ে মারলো জলকুমারের দিকে। ইচ্ছে হলো কষে এক বাড়ি লাগায় ছিপটা দিয়ে, কিন্তু ভেঙে যাবে ভেবে বিরত থাকলো বাড়ি দেয়া থেকে—শুধু হাতে তুলে নিয়ে ভঙ্গি করলো : দিলাম বাড়ি।

সাঁৎ করে সরে গেল জলকুমার কয়েক হাত তফাতে। হাতে দুটো মাথার উপর উঠে গিয়েছিল বাড়ি ঠেকাতে, এবার আবার দু'হাতে বুক বেঁধে শান্ত গলায় বললো, 'ভুল করলেন। আমাদের রাগ নেই যে দেখাবো। পানিতে বাস্ করি বলে সব রাগ পানি হয়ে গেছে। কিন্তু নিজেদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে মাঝে মাঝে আপনার মত কোন কোন মানুষকে শায়েস্তা করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ঠিক আছে, আপনি যখন পানিকে এতই ঘৃণা করেন, আজ থেকে পানি আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে।'

দুই হাতে বুক বেঁধে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে পানির নিচে তলিয়ে গেল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

জলকুমার।

গোল হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ছোট একটা ঢেউ। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে রইলো তরিকুল্লাহ। অভিশাপটা ভালমত হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেনি সে, ওসব নিয়ে মাথাও ঘামালো না। ঢেউটা মিলিয়ে যেতেই ঘাড় কাত করে ভুরু কুঁচকে চাইলো নির্মেঘ আকাশ থেকে অঝোর ধারায় ঝরতে থাকা বৃষ্টির দিকে। এতক্ষণে বোধহয় বৃষ্টির কথা মনে পড়েছে জলকুমারের, হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল বৃষ্টিটা—ঠিক যেন চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল কেউ বাথরুমের শাওয়ার।

'তুই তো, তুই তো!' একে অপরকে দোষারোপ করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল ছোট্ট দুটো নাম-না-জানা রঙীন পাখি। সংবিৎ ফিরে পেল তরিকুল্লাহ। দেখলো অনেক হেলে পড়েছে সূর্যটা, পশ্চিমের উঁচু পাহাড়টার মাথা ছুঁই ছুঁই করছে। দেরি হয়ে গেছে অনেক। সাঁঝ হয়ে যাবে বাড়ি ফিরতে। এমনিতেই রেগে আগুন হয়ে রয়েছে গিন্নী, তার ওপর যদি টের পায় বাচ্চা-দেবতার সাথে অযথা ঝগড়া করে অভিশাপ কুড়িয়েছে, তাহলে…দূর ছাই, বাজে চিন্তা দূর করে দিল সে মাথা থেকে। ওকে কে যাচ্ছে বলতে ? ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। যা হয় হোক…কিই বা আর করার আছে। একটা মাস ব্যবসা মন্দা গেলে না খেয়ে তো আর মরবে না সে। ঝরাক শালা, যত খুশি ঝরাক বৃষ্টি। ভাবলো, থোড়াই কেয়ার করি আমি ওসব দেব্-তা-টেব্তার।

শেষবারের মত বড়শিতে টোপ গেঁথে ছুঁড়ে দিল সে দূরে।

অনেক সময় এমন হয়, সারাদিন একটা ঠোকর দেয় না, কিন্তু শেষবারের বার টুক করে গিলে বসে মাছ—দেখেছে সে। শেষ চেষ্টা হিসেবে···আরে, এ কি! বাঁকা হয়ে পানিতে পড়তে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো টোপ জোড়া শূন্যে, পানির কয়েক ইঞ্চি ওপরে। সুতোটারও একই অবস্থা—ভেসে রয়েছে বাতাসে।

'আরি! কি হলো? নাম্ না।' পাগলের মত ছিপটা সামনে-পিছনে-ডাইনে-বাঁয়ে করেও কিছুতেই টোপ নামাতে পারলো না সে পানিতে। রাগে-দুঃখে যা মুখে এলো গালি-গালাচ করলো সে কিছুক্ষণ, তারপর সাঁই করে বেত মারার মতো করে ছিপ চালালো সে পানির দিকে। কিন্তু পানি স্পর্শ করতে পারলো না ছিপটা, থেমে গেল কয়েক ইঞ্চি ওপরে। বেশি জোরাজুরি করলে সরে যায় পানি, ছোঁয়া যায় না।

হাল ছেড়ে দিয়ে ছিপ গুটিয়ে রেখে বৈঠা দুটো তুলে নিল তরিকুল্লাহ। বৈঠা বাইতে গিয়ে টের পেল সে, মোটেই পানি বাধছে না ওতে। মনে হচ্ছে বাতাসে দাঁড় বাইছে।

'বিপদ!' একপাশে ঝুঁকে নিচের দিকে চাইতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। যা সন্দেহ করেছিল ঠিক তাই। পানি থেকে বেশ কয়েক ইঞ্চি ওপরে শূন্যে ভেসে আছে নৌকাটা। 'মহা মুসিবত হলো দেখছি!'

কি আর করা, বাতাসেই দাঁড় টানতে শুরু করলো তরিকুল্লাহ। বিরক্তিকর ধীর গতিতে তীরের দিকে চললো সে শূন্যে বৈঠা বেয়ে। বার বার ঘাড় ফিরিয়ে চাইছে এদিক ওদিক, পাছে এই হাস্যকর অবস্থায় কেউ আবার দেখে ফেলে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বাসায় ফিরে দরজাটা খোলাই পেল তরিকুল্লাহ। গিন্নীর সামনে পড়ে গেলে কি অবস্থা হবে জানাই আছে, তাই রান্নাঘরের সামনে দিয়ে চোরের মত পা টিপে এগোলো সে বাথরুমের দিকে। মেয়েকে পাকা-দেখা দেখতে আসবে আজ ছেলের বাপ, আংটি পরিয়ে দিয়ে যাবে। চট্ করে গোসলটা সেরে নিয়ে ভাল জামাকাপড় পরে নিতে পারলে বেশি কিছু বলতে পারবে না রাবেয়া।

'এই যে, ফেরা হয়েছে তাহলে! না ফিরলে চলতো না?'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বরফ হয়ে জমে গেল তরিকুল্লাহ। রান্নাঘরের দরজা পুরোটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গিন্নী। এক্ষুণি শুরু হবে মেশিন গানের মত একটানা গালিবর্ষণ।

'আহা-হা! চেহারার ছিরি দেখো মিনসের!' কুঁচকে গেল গিন্নীর নাক। 'নোংরা ভূত কোথাকার! বোঁটকা গন্ধ ছুটেছে গা থেকে, কাছে দাঁড়ালে তিষ্ঠানো যায় না! যাও, জলদি চান করে কাপড় পরে নাও—এক্ষুণি এসে পড়বেন ওনারা।'

এত অল্পের উপর দিয়ে ছাড়া পাওয়ায় আর দাঁড়ালো না, খুশিমনে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো তরিকুল্লাহ। কল ছেড়ে দিল আধ-খালি পানির ড্রামটা ভর্তি করবার জন্যে। জামা খুলতে খুলতে হাসলো আয়নার দিকে চেয়ে। বিদঘুটে ঠেকলো হাসিটা নিজের চোখেই। সারামুখে গিজগিজে কাঁচা-পাকা দাড়ি, খশখশে শুকনো ঠোঁট। সারাদিন রোদে পুড়ে রুক্ষ দেখাচ্ছে চেহারাটা। দাড়িটা কামিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে চুপচুপে হয়ে পাঁচ-মিনিট গোসল করলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।

একটা মাছও ধরতে না পারায় মনটা খারাপ হয়ে আছে। একটা মাস মুষলধারে বৃষ্টির আগাম খবর পেয়েও দমে আছে মনটা। তার ওপর সারাজীবনের জন্যে একটা বিচ্ছিরী অভিশাপ কুড়িয়েছে সে অনর্থক। কাজটা মোটেও ভাল হয়নি। কিন্তু নিজেকে সাহস দেয়ার জন্যে বিড়বিড় করে বললো, 'তরিকুল্লাহ মুনশীকে যা-তা লোক পাওনি। থোড়াই কেয়ার করি আমি। মাছে টোপ খাবে না, বিষ্টি হবে একমাস··· কচুটা হবে আমার!' ঠ্যাঙা তুলে দেখালো সে নিজেকে। 'আমি যাব ওর কাছে মাথা নিচু করে? ছোঃ! ওকেই মাথা হেঁট করে আসতে হবে আমার কাছে। কী মনে করেছে ও নিজেকে···'

দুইহাতের তালু দিয়ে দুই গালের দাড়িগুলো বার কয়েক ঘষে নিয়ে তাকের উপর থেকে শেভিং ব্রাশ আর ক্রিমের টিউব তুলে নিল সে দুই হাতে। বেসিনের কলটা ছেড়ে ভেজাবার চেষ্টা করলো ব্রাশটা। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো ওর। কলের পানি দুই ভাগ হয়ে ব্রাশের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, ব্রাশ ভিজছে না।

হাঁ হয়ে গেল তরিকুল্লার মুখ। নানান ভাবে চেষ্টা করলো সে—আঁজলা ভরে পানি নেয়ার চেষ্টা করলো, খপ্ করে ধরার চেষ্টা করলো, কিছুতেই কিছু হলো না। ছুঁতেই পারলো না সে পানি, হাত বাড়ালেই অন্যদিকে সরে যায়। শেষে কলের মুখ চেপে ধরলো হাতের তালু দিয়ে। কুলকুল আওয়াজ পেল সে, পাইপের ভিতর দিয়ে পানি সরে যাচ্ছে ওপর দিকে।

'ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি!' ভয় পেয়েছে তরিকুল্লাহ। 'কি করি এখন?' এই চেহারা নিয়ে বরের বাপের সামনে গেলে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে গিন্নী। কিন্তু···পানি ছাড়া দাড়ি কামাবে কি করে?

বুদ্ধি খেললো মাথায়। বেসিনের পানি নামার জায়গাটা রাবারের চাকতি দিয়ে বন্ধ করে কল ছেড়ে দিল। আধাআধি ভরতেই টুপ করে ব্রাশটা ফেলে দিল ওর ভিতর। হাসি ফুটে উঠলো ওর শুকনো ঠোঁটে। ভিজে গেছে ব্রাশটা। এবার কল বন্ধ করে খপ্ করে তুলে নিল সে ব্রাশ। কিন্তু গালে ঠেকিয়েই আবার প্যাঁচা হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা। ঘ্যাশঘেশে শুকনো ব্রাশ—ঝরে গেছে সব পানি। বেসিনও শুকনো খটখটে—হাত দেয়ার ফলে লাফ দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়েছে সব পানি।

'অ্যাই, কি হচ্ছে!' গিন্নীর গলা পাওয়া গেল বাইরে থেকে। 'পানি ছিটাচ্ছো কেন? একফোঁটা বাইরে এলে খুন করে ফেলবো। সতরঞ্চি পাতা হয়েছে দলিজঘরে।'

তরিকুল্লাহ জানে, এখান থেকে পানি বেরোলে বারান্দা বেয়ে সোজা গিয়ে ঢুকবে ড্রইংরুমে।

দিশে হারিয়ে রেযারে নতুন একটা ব্লেড লাগালো সে। সাবান পানি ছাড়াই চেষ্টা করলো দাড়ি কামাতে। গাল দুটো কুঁচকে চেষ্টা করলো ব্যথা সহ্য করে নিতে, কিন্তু এখানে ওখানে তিন-চার টানের বেশি আর এগোনো গেল না—ভয়ানক ব্যথা লাগে। আয়নায় চেয়ে দেখলো আস্ত একটা পাগলের মত দেখাচ্ছে। যে কয় জায়গায় ব্লেডের আঁচড় পড়েছে সেখানে জঙ্গল সাফ, বাদবাকি যে-কার-সেই। জ্বলজ্বল করছে পরিষ্কার জায়গাগুলো।

'যাক, যা হবার হয়েছে, এবার গোসলটা সেরে কাপড় পরে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই,' ভাবলো তরিকুল্লাহ। 'কাল সকালে প্রথম কাজ হবে একটা ইলেকট্রিক রেযার কেনা।'

ড্রামটা ভরে এসেছে প্রায়। কল বন্ধ করে দিয়ে অভ্যাস বশে মগটা হাতে নিয়ে ঝপাঝপ গায়ে পানি ঢালবার ভঙ্গি করলো সে। পরমুহূর্তে থমকে গিয়ে খেয়াল করলো একবিন্দু পানিও উঠছে না মগে। এবার ধীরেসুস্থে দেখলো, যেই মগ ডুবাতে যাচ্ছে ওমনি সরে যাচ্ছে পানি। ঠিক যেমন কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলার সময় ছোঁয়া-ছোঁয় অবস্থা হলে এঁকেবেঁকে গা বাঁচায় ছেলেমেয়েরা, তেমনি। হঠাৎ একটা উদ্ভট বুদ্ধি এলো মাথায়। এইভাবে হবে না, জব্দ করতে হলে ঝপাং করে লাফিয়ে নামতে হবে ড্রামের পানিতে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, ওভারহেড সিসটার্নের নল বেয়ে উপরে উঠে লাফিয়ে নামলো সে ড্রামের মধ্যে। হড়াশ করে বেরিয়ে গেল ড্রামের সব পানি। মুহূর্তে আধ-হাঁটু পানি জমে গেল বাথরুমের মধ্যে।

ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলো তরিকুল্লাহ মেঝের উপর জমে যাওয়া পানির দিকে। তারপর ড্রইংরুমের সতরঞ্চির কথা মনে পড়তেই একলাফে বেরিয়ে এলো সে ড্রামের ভিতর থেকে। চট করে শুয়ে পড়লো সে দরজার পাশে আড়াআড়িভাবে। দরজার ফাঁক গলে পানি বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। এখন শুধু ল্যাট্রিনের প্যান আর বেসিনের নিচের নালা দিয়ে গব্ গব্ শব্দ তুলে নেমে যাচ্ছে পানি। পানি কমে যেতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো তরিকুল্লাহ। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

নিয়েছে সে অনেক কিছু। আটকাবার আগেই কিছু পানি নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে দরজার ফাঁক গলে, এক্ষুণি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ত্রস্তহাতে কাপড় পরে নিয়ে দরজা খুলে মুখ বের করলো বাইরে। আশে পাশে কাউকে না দেখে পা টিপে চলে এলো সে পপির ঘরের দরজায়।

'অ্যাই, পপি!' চাপা গলায় ডাকলো তরিকুল্লাহ। 'অ্যাই, তোর মা কইরে?'

একমনে নখ রাঙাচ্ছিল পপি, আর গুন গুন করছিল 'জিন্দেগি এক সফর হ্যায় সোহানা...', চোখ তুলে চাইলো। 'একি! দাড়ি কামাওনি এখনো? ভূতের মতন দেখাচ্ছে তোমাকে, আব্বা?'

'শ্‌শ্‌শ্‌। চুপ! আস্তে কথা বল্!' ঠোঁট দুটো শিস দেয়ার ভঙ্গিতে সামনে বাড়িয়ে তর্জনী রাখলো তরিকুল্লাহ তার উপর। রান্নাঘরের দিকে গিন্নীর সাড়া পাওয়া গেল, পেঁয়াজ বাগাড় দিচ্ছে ঘিয়ে। গলাটা যতদূর সম্ভব নরম করে ফেললো সে। 'পপি, মা! বাথরুম থেকে খানিকটা পানি বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়। যদি ঝাঁট দিয়ে একটু শুঁটে দিস্, পাঁচটা টাকা দেব।'

'আমি পারবো না, আব্বা,' পষ্টাপষ্টি মানা করে দিল পপি। 'দেখছো না কাপড় পরে ফেলেছি?'

'দশ টাকা! লক্ষ্মী মা আমার, দে না একটু। ঠিক আছে, যা —দস্যি মেয়ে কোথাকার! —বিশ টাকাই দেব।'

পপির পিছন পিছন বারান্দা ধরে এগিয়ে তরিকুল্লাহ দেখলো ইতিমধ্যেই সতরঞ্চির অর্ধেকটা চুপচুপে হয়ে ভিজে গেছে। তার ওপর যখন দেখতে পেল পপির স্যাণ্ডেলটা তো গেছেই, ঝাঁট দিতে

গিয়ে কাদাপানি লেগে নষ্ট হয়ে গেছে দামী শাড়ির আঁচল, কাউকে কিচ্ছু না বলে আলগোছে পালালো সে বাড়ি ছেড়ে।

বাইরে এসে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালো সে বেশ কিছুক্ষণ। কপালে যে দুঃখ আছে ভালমতই বুঝে গিয়েছে সে। শুধু যে গালমন্দ পাওনা হচ্ছে তাই নয়, দেনাও হচ্ছে সে প্রচুর। খাজা বাবার দরগায় দশটাকা, পপির বিশ, তার ওপর একটা নতুন স্যাণ্ডেল কিনে দিতে হবে ওকে···উহ্! জলকুমারকে অপমান করতে যাওয়াটা যে নেহায়েতই বোকামি হয়ে গেছে, টের পাচ্ছে সে এখন হাড়ে হাড়ে। ঘুরতে ঘুরতে এক দোকানের শোকেসে ইলেকট্রিক রেযার দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়লো সে ভেতরে। দাম শুনেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল ওর, সাথে সাথেই অ্যাবাউট টার্ন।

ফিরে এসে বাড়ির কাছেপিঠেই ঘুরঘুর করতে থাকলো তরিকুল্লাহ। খিদে লেগে গেছে খুব, কিন্তু ঢুকতে সাহস হচ্ছে না। একবার ভাবলো দেবতার সাথে বিবাদের কথা সব রাবেয়াকে খুলে বলবে কিনা। নাহ্—সিদ্ধান্ত নিল সে, তাতে হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা। অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলো, বরের বাপের পিছন পিছন ঢুকবে সে বাড়িতে। যতক্ষণ ওরা আছে ততক্ষণ সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। খাওয়াটা তো চুকে যাক ভালোয় ভালোয়, তারপর কপালে যা লেখা আছে, দেখা যাবে।

সোয়া আটটার দিকে বাড়ির সামনে দুটো রিকশা থেকে নামলো তালুকদার, আর মোটাসোটা দু'জন ভদ্রলোক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঘটকালী করছে তালুকদার। দূর সম্পর্কের কি রকম যেন আত্মীয় হয় মোল্লাদের। খুব সম্ভব সাদা শেরোয়ানী পরা লোকটাই হবে কবির মোল্লা। তৃতীয়জনকে চিনতে পারলো না তরিকুল্লাহ, আন্দাজ করলো, ছেলের ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়ই হবে।

টিপুকে, অর্থাৎ সদ্য-ছেলেকে দরজা খুলে অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো তরিকুল্লাহ। ব্যাটা, এতদিনে আটকেছো ফাঁদে। বোনের বিয়ে, হাজির না থেকে উপায় আছে? আমি যদি দুটো ঘন্টা দোকানে বসতে বলি অমনি তেনার জরুরী কাজ পড়ে যায়: হয় খেলা আছে, নয় ক্লাবের মিটিং, নয়তো পিকনিকে যাচ্ছি—একটা না একটা অজুহাত সবসময় রেডি। এইবার, বাছাধন?

হিসেব করে ঠিক তিনটে মিনিট অপেক্ষার পর হাসি হাসি মুখ করে ঘরে ঢুকলো তরিকুল্লাহ। পপি ছাড়া আর সবাই উপস্থিত এই ঘরে। টিপু ওয়াশের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ানো, বাকি সবাই বসে। হবু-বেয়াইয়ের সাথে হেসে হেসে কিছু বলছিল গিন্নী, স্বামীর দিকে চেয়েই 'অফ্' হয়ে গেল হাসিটা। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার 'অন্' হয়ে যেতে দেখে কাঁপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সামনে পা বাড়ালো তরিকুল্লাহ।

'আস্সালামোয়ালাইকুম। আপনিই বুঝি মোল্লা সাহেব···বেশ, বেশ। আর ইনি?···মামা? ছেলের মামা···তা বেশ, বেশ। কিছু মনে করবেন না, বাইরে জরুরী একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম, দেরি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ হলো এসেছেন?'

'না, না। এই তো এইমাত্র। ভালই হলো, আপনি এসে পড়ে-

ছেন, বেয়ান সাহেবার সাথে এইমাত্র দেনমোহরের ব্যাপারে…'

'সে কি!' আঁৎকে ওঠার ভঙ্গি করলো তরিকুল্লাহ। 'ওসব কথা এখনই কেন? আগে খাওয়া-দাওয়াটা হয়ে যাক, তারপর আরাম করে বসে, কি বলেন, হেঃ হেঃ হে…' কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই ব্যস্তসমস্ত ভাব নিয়ে ছেলের দিকে ফিরলো, 'খাবার ব্যবস্থা কোথায় করেছিস, বাপ? সতরঞ্চি…'

'সতরঞ্চি ভিজে গেছে,' গম্ভীর সুরে বললো টিপু। 'খাবার ঘরেই…'

'ঠিক, ঠিক। খাবার ঘরেই ভাল। কি বলেন? হাঃ হাঃ হাঃ! চলুন উঠে পড়া যাক…' বলতে বলতে নিজেই উঠে রওনা হলো তরিকুল্লাহ খাবার ঘরের দিকে। সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো বরের বাপ, মামা এবং ঘটক।

অগত্যা পরিবেশনায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো গিন্নীকে। টিপু ছুটোছুটি করছে রেস্তোরাঁর বয়-বেয়ারার মত। দেখে বড় আনন্দ হলো তরিকুল্লার। এতদিনে একটু শায়েস্তা হয়েছে ছোঁড়া। যেন কিছু বলবে, এমনি ভঙ্গিতে গিন্নীকে সামনে ঝুঁকে আসতে দেখে সে-ও মাথা কাত করে একটু পিছনে হেললো। হাসি হাসি মুখ গিন্নীর, হাসিটা মলিন হলো না একটুও, কিন্তু চাপা গলায় যা বললো তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল তরিকুল্লার।

'দাঁড়াও! এরা বিদায় নিক! খবর নিচ্ছি তোমার!'

অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হলেও জোর করে হাসি টেনে আনলো সে মুখে, মাথা ঝাঁকালো সায় দেয়ার ভঙ্গিতে। মুখে বললো, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আত্মরক্ষার একটিমাত্র উপায় দেখতে পেল তরিকুল্লাহ। এখন যদি আলাপ-আলোচনায়, গল্পে-গুজবে একটা অমায়িক ভাব বজায় রাখতে পারে, আদর-আপ্যায়নে যদি অতিথিদের তুষ্ট করতে পারে—মোটকথা বিয়ের কথাবার্তা দিনতারিখ যদি ভালোয় ভালোয় ঠিক হয়ে যায়, তাহলে সব দোষ মাফ করে দেবে রাবেয়া। কাজেই সেইদিকেই মন দিল সে। সামান্য কথায় হা হা করে হেসে খুন হয়ে যাচ্ছে, মোল্লা যা বলছে তাতেই একেবারে বিনয়ের অবতার হয়ে ঘাড় দোলাচ্ছে, নিজের হাতে বিরিয়ানী তুলে দিচ্ছে সবার পাতে।

মোল্লা ঘুঘু লোক। খাবার ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে দেনা-পাওনা, গহনাপত্র, যৌতুক, দেনমোহর, কতজন বরযাত্রী আসবে, ইত্যাদির আভাস জানিয়ে দিল। বেশি কিছু নয়: বত্রিশ হাজার লাগবে একটা হোণ্ডা মোটর সাইকেলে, একটা রোলেক্স ঘড়ি দিতে হবে সাত হাজার টাকার, একটা কমপ্লিট স্যুট হাজার চারেক, মেয়েকে দিতে হবে বিশ ভরি সোনার গহনা, সেইসাথে খাট পালং ইত্যাদি অন্ততঃ পনের হাজার টাকার। দেনমোহর হবে তিন হাজার এক টাকা—কারণ তার নিজের এবং বড়ছেলেরও তাই হয়েছে। আত্মীয়স্বজন অনেক—আনন্দের একটা দিন, কাউকে তো আর বাদ দেয়া যায় না, বেশি না, বরযাত্রী পাঁচশো ধরে রাখুন আসবে। তাছাড়া ছেলে ন্যাশনাল পাশ ডাক্তার—তার চেম্বার এবং সেইসাথে ছোট্ট একটা ওষুধের দোকানের জন্যে দিতে হবে হাজার ষাটেক। এর উপরে মেয়ের বাপ যদি খুশি হয়ে আরো কিছু দিতে চায়, তারা আপত্তি করবে না।

সব শুনে মনটা ছোট হয়ে গেল তরিকুল্লার। কিন্তু হাবেভাবে কিছুই প্রকাশ করলো না। শুধু মৃদু হেসে বললো, 'আপনারা আমাকে কোটিপতি মনে করেছেন।'

'কোটিপতি না হোক, লাখোপতি তো বটেই। আমি আবার, বুঝলেন, কাউকে কখনো ছোট ভাবতে পারি না। তাছাড়া মেয়ে যে খুব একটা সুন্দরী নয়, সেকথা তো আপনি নিজেও স্বীকার করবেন।'

প্রবলভাবে মাথা দুলিয়ে স্বীকার করে নিল তরিকুল্লাহ। সেই-সাথে যোগ করলো, 'শুধু কি তাই? একে তো কুচ্ছিৎ, দশটা বছর যাক না, দেখবেন ইয়া মোটা আর গোল হয়ে গেছে। আপনাকেও হার মানিয়ে দেবে। আমার গিন্নীকে দেখছেন না, ঠিক ঐ রকম। কাজেই এখনো সময় আছে, ভাল করে ভেবেচিন্তে…'

'আব্বা! এই রেযালাটা…'

ছেলের কথায় হুঁশ হলো তরিকুল্লার। হাত বাড়ালো পানির গ্লাসের দিকে। গ্লাসটা ছুঁতে না ছুঁতেই লাফ দিয়ে পড়লো পানি টেবিলক্লথের উপর, সেখান থেকে গড়িয়ে পাজামা ভিজিয়ে দিল ছেলের মামার। সবাইকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে বিরস কণ্ঠে বললো মামা, 'ও কিছু না, ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

হঠাৎ করে দশগুণ বেড়ে গেল তরিকুল্লার পিপাসা। টিকিয়া দিয়েই পৌনে এক প্লেট বিরিয়ানী চালান হয়ে গেছে পেটে, এরপর একফোঁটা পানি খেতে পারবে না ভাবতেই আতংকিত হয়ে উঠলো সে। এমনিতেই বিরিয়ানী খেলে গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেয়েও পিপাসা মিটতে চায় না ওর—এখন কি হবে! লোলুপ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দৃষ্টিতে কাঁচের জগে রাখা টলটলে পানির দিকে চেয়ে কাঁপা শ্বাস ছাড়লো সে। এখন উপায়? পানি ছাড়া চলবে কি করে?

এদিকে পেটে ক্ষিধে। আপাততঃ খাশির কোর্মা দিয়েই মাখা-মাখা করে পেট ভরানো স্থির করলো তরিকুল্লাহ। পেটটা তো ভরুক। ক্ষিধে আর পিপাসা দুটোর অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে একটা মিটিয়ে নেয়া ভাল। পেট পুরে খেয়ে নেবে সে, পরে যা হয় হোক। কোর্মা দিয়ে গপাগপ গিলতে শুরু করলো সে।

রেযালার বাটিটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে দৈ-সন্দেশ আনতে গেল টিপু রান্নাঘরে। নিজের অতিথিপরায়ণ ভূমিকার কথা মনে পড়লো তরিকুল্লার। সেই সুযোগে গিন্নীকে একটু তোয়ায করে নেয়া স্থির করলো।

'আমার গিন্নীর হাতের রান্না, বুঝলেন মোল্লা সাহেব, এই একটা ব্যাপারে আমার কোন কমপ্লেন নেই। এক কথায় অপূর্ব, কি বলেন?'

'তা ঠিক, তা ঠিক,' বললো কবির মোল্লা। 'তবে উনি না বলেন আজকের সবই রেঁধেছে আমাদের বউ-মা?'

'আরে নাহ্! গুল মেরেছে। পপি রাঁধলে সে খাবার মুখে তোলা যেতো ভেবেছেন? এই রে, আপনাকে রেযালা দিই খানিকটা…' রেযালার বাটিতে বড় চামচটা ডুবাতে গেল তরিকুল্লাহ। চামচটা যেই কাছে নিয়ে গেছে ওমনি একলাফে বাটির-সব ঝোল গিয়ে পড়লো কবির মোল্লার সাদা শেরোয়ানীর উপর। খানিকটা পড়লো তালুকদারের পাঞ্জাবীতে।

বিস্ফারিত চোখে নিজের শেরোয়ানীর দিকে চাইলো ছেলের

বাপ, হলুদ হয়ে গেছে সেটা। পরমুহূর্তে লাল হয়ে উঠলো তার ফোলা মুখটা। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

'মাফ করবেন। উঠতে হচ্ছে আমাকে। পাগল-ছাগলের বাড়িতে ছেলেকে বিয়ে করাবো না আমি! চলো, উঠে পড়ো, জামান।'

খাবার ছেড়ে ওঠার ইচ্ছে ছিল না জামান মামার, কিন্তু মোল্লার চেহারা দেখে কিছু বলতে সাহস পেল না। হাত না ধুয়েই দুই শালা-ভগ্নিপতি হাঁটা ধরলো দরজার দিকে। অনুনয়-বিনয়ে কাজ হলো না, গটমট করে বেরিয়ে গেল ওরা শেষ লোকমাটা চিবাতে চিবাতে।

'দেখি ওদের বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ফেরত আনা যায় কিনা,' বলে কেটে পড়লো ঘটক তালুকদারও।

দড়াম করে বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ভীত-সন্ত্রস্ত চোখ তুলে দেখলো তরিকুল্লাহ, এগিয়ে আসছে গিন্নী। দুই চোখে তার খুনের নেশা।

সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি তরিকুল্লাহ। পাড়া-প্রতিবেশীরাও যে কেউ ঘুমাতে পারেনি, এইটুকুই যা সান্ত্বনা ওর। শুধু মারতে বাকি রেখেছে, তাছাড়া সাধ্যমত আর সবই করেছে গিন্নী, কিন্তু একটি টুঁ শব্দ বের করতে পারেনি ওর মুখ থেকে। একেবারে বোবা বনে পার করে দিয়েছে সে রাতটা শুধু এপাশ ওপাশ ফিরে।

পরদিন সকালে ক্লান্ত উদভ্রান্ত পদক্ষেপে নিজের দোকানের সামনে এসে হাজির হলো তরিকুল্লাহ। ধপ করে একটা বেঞ্চির

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

উপর বসে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলো সে কয়েক মিনিট সাগরের দিকে। সবে সূর্য উঠছে। ঝিলমিল করছে সাগরের একটা অংশ। ভালো, কি ঘটবে যদি ও সোজা সমুদ্রের দিকে হাঁটতে শুরু করে? হয়তো দেখা যাবে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে গিয়েছে সে, পানি সরে গিয়ে শুকনো রাস্তা তৈরি হয়ে যাচ্ছে ওর সামনে।

কপাল ভাল, এগজিবিশনে ঘেরার মধ্যে পড়ে গেছে ওর দোকানটা। নতুন করে আর স্টল নিতে হয়নি ওকে। মস্ত বড় এলাকা নিয়ে বসেছে 'আনন্দমেলা'—তিন দিক উঁচু টিন দিয়ে ঘেরা, অন্যদিকে সাগর। বিচিত্র সাজে সাজানো হয়েছে অসংখ্য স্টল। গান বাজছে মাইকে।

কয়েকজন বিদেশিনীকে সুইমিং কস্টিউম পরে সাগরে নামতে দেখে রীতিমত ঈর্ষা জাগলো ওর মনে। মনের সুখে ভিজছে ওরা, ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ অনুভব করছে সর্বাঙ্গে—ওর পক্ষে কোনদিন সম্ভব হবে না এই সুখ অনুভব করা। জিভটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কাল বিকেল থেকে একফোঁটা পানি খেতে পারেনি সে। সত্যিই তো, পানি ছাড়া বাঁচবে কি করে? মরে যাচ্ছে না তো সে?

সকালে নাস্তা করবার সাহস হয়নি পানি খেতে পারবে না বলে। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিতে গিয়ে টেবিল ভাসিয়েছে, তারপর বকা খেয়ে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। মৃত্যুর চিন্তা আসতেই কেমন একটা আতংক চেপে বসলো ওর মনের ওপর। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করলো ওরা। কিন্তু বুঝতে পারলো,

কাঁদবারও উপায় রাখেনি জলকুমার—পানি আসবে না চোখে। বরফ এসে পৌঁছলো। কর্মচারী তিনজন ব্যস্ত হয়ে পড়লো গোছ-গাছের কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসতে শুরু করবে খরিদ্দার। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো ওর মাথায়। পানি দিয়েই তৈরি, সন্দেহ নেই, কিন্তু বরফ তো আর পানি নয়। দুটো আলাদা জিনিস। বরফ গিলে ফেলবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? এক গ্লাস বরফকুচি নিয়ে আসবার হুকুম দিল সে একজন বেয়ারাকে। বেঞ্চির উপর রাখতে বললো। ছোকরা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেই সবার অলক্ষ্যে আস্তে করে হাত বাড়ালো সে গ্লাসের দিকে।

শেষ চেষ্টাও বিফল হলো ওর। ধরতে গেলেই খড়মড় করে সরে যায়। পাতলা একটা পানির আস্তরণ রয়েছে বরফের গায়ে। কিছুতেই বাগে আনা গেল না বরফকুচিগুলোকে।

হাল ছেড়ে দিল তরিকুল্লাহ। এই প্রথম পুরোপুরি ভাবে হৃদয়-ঙ্গম করলো সে অভিশাপের সত্যিকার অর্থ। মৃত্যুভয় এসে ভর করলো ওর উপর। এইভাবে পানি ছাড়া বড়জোর আর একটা দিন বাঁচবে সে। তারপরই শেষ। সত্যিই শেষ !!! আতংকিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে ঘেমে ওঠা গ্লাসটার দিকে।

'শেষ হয়ে গেছি!' বিড়বিড় করলো সে। 'মরে যাচ্ছি আমি!' পরমুহূর্তে একলাফে উঠে দাঁড়ালো সে। আতংক দূর করবার জন্যে হাঁটতে শুরু করলো। 'ভয় পেলে চলবে না। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখো, তরিকুল্লাহ।' নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো সে যে কোন ভয় নেই, একটা কিছু বুদ্ধি বেরিয়ে যাবেই। কিন্তু বারবার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

চোখের সামনে ভেসে উঠছে নিজের লাশের ছবি। কি করবে সে [illegible] যায় সাথে? কেউ নেই ওর যার কাছে গিয়ে মনের কথা বলতে পারে, এমন একটি লোক নেই যার কাছে একটু সহানুভূতি আশা করতে পারে। কেউ নেই ওর আপনজন। স্ত্রী [illegible] কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না—ওরা দুশমন। নিজে-দের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বুঝবার ক্ষমতা নেই ওদের। ওকে নিংড়ে শুষে ছোবড়া বানিয়ে ফেলাতেই ওদের সার্থকতা।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে বাড়ি চলে এসেছে খেয়ালই করেনি তরিকুল্লাহ। রান্নাঘরের কাছাকাছিই ধরা পড়লো ঝাঁটদানরতা গিন্নীর সামনে।

দুই চোখ কপালে উঠলো গিন্নীর। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঝাঁটা-টা ধরলো হকিস্টিকের মত।

'এখানে কি, হাড়জ্বালানী মিনসে? দোকান ফেলে এখানে কি হচ্ছে শুনি?' জবাব না পেয়ে দুই পা এগিয়ে এলো সামনে। 'জবাব নেই কেন? নোংরার হদ্দ! ইশ্‌শ্‌, এই চেহারা নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোয় কি করে লোকটা!' দ্রুত এগিয়ে এলো আরো দুই পা। 'জ্বর-টর বাধালো নাকি আবার, অপদার্থ মিনসে!' চট করে হাত রাখলো কপালে। 'কই, না তো!'

খপ্‌ করে গিন্নীর হাত ধরে ফেলো তরিকুল্লাহ। 'মরে যাচ্ছি! রাবেয়া, মরে যাচ্ছি আমি!'

'মরে যাচ্ছো!'

'হ্যাঁ। কাল থেকে পানি খেতে পারছি না একফোঁটাও। কাল

একটা জলকুমারের সাথে ঝগড়া হয়েছে আমার···বিলে···মাছ ধরতে গিয়ে···'

'কার সাথে ঝগড়া হয়েছে ?' সন্দেহ ঘনিয়ে এলো গিন্নীর দুই চোখে।

'জ-জলকুমার,' হুড়মুড় করে সব কথা একসাথে বেরিয়ে আসতে চাইছে তরিকুল্লার মুখ দিয়ে। 'এই এতটুকুন লম্বা এক লোক, পানির নিচে থাকে, লেজ দিয়ে সাঁতরায়, হাত দুটো রাখে বুকের ওপর এইভাবে, বিষ্টি ঝরায়···'

'কী যা-তা বকছো !' ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো গিন্নী। 'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার ? কি আবোল-তাবোল···'

নিজের কপাল চাপড়ালো তরিকুল্লাহ। 'পাগল হইনি, রাবেয়া। বিশ্বাস করো, মাথা ঠিকই আছে আমার। কেউ বিশ্বাস করবে না, তাই বলিনি কাউকে। দেখো, নিজের চোখেই দেখ। বাথরুমে চলো আমার সাথে, দেখাচ্ছি।'

স্বামীর পিছন পিছন ভয়ে ভয়ে বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়ালো গিন্নী বিপুল বপু নিয়ে। দুই হাত কোমরে রেখে লক্ষ্য করছে ওর কার্যকলাপ।

'দেখতে পাচ্ছো ? সরে যাচ্ছে ?' পানি ভর্তি ড্রামের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল তরিকুল্লাহ। আরো একটু এগিয়ে এলো গিন্নী। 'এই-জন্যেই সব ঝোল গিয়ে পড়েছিলো কবির মোল্লার আচকানে। দেখছো ? হাত ভিজছে না !'

সত্যিই, যেন জীবন্ত কিছু, হাত বাড়ালেই সরে যাচ্ছে পানি, উপচে পড়তে চাইছে ড্রামের কিনারা বেয়ে। বেসিনের কল ছেড়ে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

তার নিচে হাত রাখলো তরিকুল্লাহ। দুইভাগ হয়ে দু'পাশ দিয়ে পড়ছে পানি।

ঘাবড়ে গেল গিন্নী। 'কি হয়েছিলো ? এই অবস্থা হলো কি করে তোমার ?' কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট উদ্বেগ।

ভাঙা গলায় থেমে থেমে সব ঘটনা খুলে বললো তরিকুল্লাহ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তারপর কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো, 'এখন পানি ছুঁতে পারছি না। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু এক-ফোঁটা পানি খেতে পারছি না। মরে যাচ্ছি আমি, রাবেয়া !'

হাউমাউ করে পাড়া ফাটিয়ে কেঁদে উঠলো গিন্নী। এতই আক-স্মিক এবং এতই আন্তরিক কান্না যে মুচকি হাসি এসে যাচ্ছিল তরিকুল্লার ঠোঁটে—সামলে নিল চট্ করে। 'হায় খোদারে, আমার কি হলো রে ! কোন্ পোড়ামুখো দেব্‌তা অভিশাপ দিলে গো ! সকাল বেলা মেজাজ খারাপ করে দিয়েছি বলেই না এমন নিরীহ মানুষটা ঝগড়া করেছে দেব্‌তার সাথে। আমি নিজের জান নিজে দেব গো ! সারাটা জীবন যে স্বামী আদরে সোহাগে সুখে রাখলো, তার আমি এ কী সর্বনাশ করলাম গো···হো হো হো !'

হৈ-চৈ শুনে ছুটে এলো টিপু আর পপি। ব্যাপার শুনে দিশে হারিয়ে ফেললো টিপু। বিশাল জোয়ান, দুইহাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল বাপের হালকা-পাতলা শরীরটা, শুইয়ে দিল বিছা-নায় এনে। হাতপাখা নিয়ে ছুটে এলো পপি, মাথার কাছে বসে সাঁই সাঁই চালাচ্ছে পাখা।

'কোন্ শালা অভিশাপ দিয়েছে ?' ঝাঁকড়া চুলে ঝটকা দিল টিপু। 'কোন্ বিলে গিয়েছিলে, আব্বা ?'

ক্ষীণ কণ্ঠে বললো তরিকুল্লাহ, 'গেছিলাম সোনাগাজীর বিলে। কেন, কি করবি?'

'দেখো না তুমি কি করি!' দুই হাতের মাস্‌ল্ ফোলালো টিপু। 'এক্ষুনি ছুটছি আমি পুরো টীম নিয়ে।'

'কিন্তু গিয়ে তো পাবি না। পানির নিচে থাকে। দিনরাত হিসাব-কিতাব করে।'

'করুক। ডুব দিয়ে টেনে তুলবো। চারজন চার হাত-পা ধরে কষে টান দিলেই বাপ্ বাপ্ করে তুলে নেবে অভিশাপ। খেলা পেয়েছে নাকি! যার-তার বাপ্ পাওনি, বাওয়া!'

'তুই চুপ কর্!' ধমক দিল গিন্নী। 'দেব-দেবীর সাথে ওসব গুণ্ডামী চলে না। তার চেয়ে তুই যদি দোকানে গিয়ে বসিস্...'

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো তরিকুল্লাহ। তাহলেই সেরেছে! এই ছোঁড়া যদি দোকানে গিয়ে বসে তাহলে ক্যাশের একটা পয়সা ঘরে আসবে তো না-ই, একটা না একটা ভয়ানক কাণ্ড বাধিয়ে মহা ঝামেলায় ফেলে দেবে। 'না, না,' বলে উঠলো সে। 'ওর গিয়ে কাজ নেই। আমি নিজেই যাচ্ছি।'

'কোন ভয় নেই, ফাদার,' আশ্বাস দিল পুত্র। 'তুমি নিশ্চিন্তে আরাম করো। ছেলে হয়ে বাপের এই বিপদে যদি পাশে না দাঁড়াতে পারি, তাহলে কিসের সন্তান? কোন চিন্তা নেই। কথা দিচ্ছি, কারো সাথে মারামারি করবো না, এক পয়সাও কমবেশি হবে না ক্যাশে। চললাম আমি।'

'তোর না খেলা আছে আজ?'

'গুলি মারো খেলা। খেলা আগে, না বাপের জানটা আগে?'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

হনহনিয়ে পা ফেলে বেরিয়ে গেল টিপু।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলো তরিকুল্লাহ পুত্রের গমন পথের দিকে। এত ভক্তি ছিল কোথায় এতদিন!

'কিন্তু...কিন্তু পানি খেতে না পারলে চলবে কি করে,' চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললো গিন্নী।

'ডাক্তার ডাকলে হয়,' বুদ্ধি জোগালো পপি।

'ঠিক বলেছে পপি।' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সমর্থন জানালো গিন্নী। 'শুনেছি এই রকম কি একটা অসুখ আছে...জলাতংক... হ্যাঁ, জলাতংক বলে। পানি দেখে ভয় পায় মানুষ, ছুঁতে পারে না। ইঞ্জেকশন দিলে সেরে যায়। টিপু তো বেরিয়ে গেল, ডাকবে কে এখন? আমি একটা রিকসা নিয়ে যাব...তারচেয়ে চলো না, তোমাকে নিয়েই ডাক্তারের কাছে যাই। পপি রান্নাঘরটা সামলে নিতে পারবি না?'

'খুব পারবো। তোমরা ভেবেছো আমি পারি না...'

'কোনো লাভ নেই,' ম্লান হাসলো তরিকুল্লাহ। 'আমি তো ভয় পাচ্ছি না, পানিই ভয় পাচ্ছে আমাকে। আমাকে ইঞ্জেকশন দিলে কি আর পানির রোগ সারবে? ডাক্তারের কাছে গিয়ে কোন...'

'আহা, তর্ক করে না। চলোই না একবার। লাভ না হয়, ফিরে এলেই হবে। যেতে ক্ষতি কি?'

'ঠিক আছে, বলছো যখন, ঘুরে আসতে পারি আমি হাসপাতাল থেকে। আমি একাই পারবো।'

রান্নাঘর থেকে মাংস পোড়া গন্ধ আসতেই ছুটে চলে গেল গিন্নী।

গিন্নী।

'হ্যাঁরে,' পপিকে একা পেয়ে জানতে চাইলো তরিকুল্লাহ, 'তোর বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় খুব মন খারাপ করেছিস বুঝি? রাগ করেছিস আমার ওপর?'

'কি যে বলে! রাগ করতে যাব কেন? জাগ্যিশ তুমি কায়দা করে তাড়িয়ে দিলে ওদের! যে রকম দর কথাকষি শুরু করেছিল···ওরা তো অমানুষ!'

'তুই বুঝতে পেরেছিস তাহলে?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তরিকুল্লার শুকনো মুখ। 'যাক, বাঁচা গেল। তোর মা কিন্তু বোঝেনি, খুব খেপে গেছে আমার ওপর।'

'কে বললে বোঝেনি? দারুণ খুশি হয়েছে আম্মা এ বিয়ে ভেঙে যাওয়ায়। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছে: ঠিক করেছে তোর বাপ। যেমন হারামী লোক, তেমনি উচিত সাজা দিয়ে দিয়েছে কায়দা করে।'

'তাহলে?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তরিকুল্লাহ। সবকিছু যেন গোলমাল ঠেকছে ওর কাছে। 'তাহলে কাল সারাটা রাত ঝগড়া করলো যে?'

'সে আমরা কি জানি?' মুচকি হাসলো পপি। 'তোমরা দু'জন সারাদিন কেন ঝগড়া করো সে তোমরাই জানো!'

হাসপাতালের দিকে চলেছে তরিকুল্লাহ। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য এক প্রশান্তিতে ভরে রয়েছে মনটা। সে যে এই দুনিয়ায় একা নয়, ওকে যে মানুষ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভালোবাসে, এই উপলব্ধি শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ওর মনের জোর। এখন মনে হচ্ছে, মরতেও ভয় পাবে সে আর।

আউটডোরে রোগীর ভিড় তেমন নেই, চারজনের পরেই ডাক পড়লো ওর। গড় গড় করে অসুবিধেগুলোর কথা বলে গেল তরিকুল্লাহ। সহানুভূতির সাথে মন দিয়ে শুনছিল ডাক্তার, জলকুমারের প্রসঙ্গ আসতেই চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল তার। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বার দুই নজর বুলালো তরিকুল্লার উপর, আপাদমস্তক। তারপর উঠে দাঁড়ালো সবটা না শুনেই।

'বুঝতে পেরেছি, তরিকুল্লাহ সাহেব, আর বলতে হবে না। চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন চিন্তা নেই, বসে থাকুন, আমি আসছি এখুনি।'

চুপচাপ বসে রইলো তরিকুল্লাহ। ডাক্তারের কথায় আশার আলো দেখতে পেয়েছে সে নতুন করে। তাহলে এই রোগেরও ওষুধ হয়। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেচে তাই ভেবে মনে মনে তারিফ করলো সে কিছুক্ষণ। কিন্তু মিনিট তিনেক পর দু'জন লোককে সন্দেহজনক ভাবে সাবধানী পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো সে। ডাক্তারকেও দেখা যায় ওদের পিছনে। লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো ওরা, ধরে ফেললো তরিকুল্লাকে। জাপটে ধরে একটা ব্যাগের ভেতর ঠেসে ভরবার চেষ্টা করছে।

প্রাণপণে বাধা দিলো তরিকুল্লাহ। চোখ বুজে এলোপাতাড়ি ঘুসি চালালো চতুর্দিকে। সেই সাথে চিৎকার করছে, 'কি শুরু করলেন আপনারা? আমাকে পাগল পেয়েছেন? ব্যাগের ভেতর ভর-

ছেন কেন ?'

'শান্ত হন, শান্ত হন,' আশ্বাসের সুরে বলছে ডাক্তার। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়ুন এর ভেতর।'

এবার সত্যিই ভয় পেয়ে পাগলের মত ধস্তাধস্তি শুরু করলো তরিকুল্লাহ। শুকনো পাতলা মানুষ, তিন তিনজন জোয়ানের সাথে পারবে কেন ? দু'জন দুপাশ থেকে চেপে ধরে তৃতীয়জন ব্যাগটা পরাতে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে ঝাড়া ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা বিশাল এক জোয়ান পুলিশ ইন্সপেক্টার এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে। 'কি হচ্ছে ? এখানে গোলমাল কিসের ?'-

মুহূর্তের অন্যমনস্কতার সুযোগে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাফিয়ে সরে এলো তরিকুল্লাহ ইন্সপেক্টারের কাছে।

'হাঁ করে দেখছেন কি, ধরেন ওকে।' চেঁচিয়ে উঠলো ডাক্তার। 'আরে, পাগল ! বদ্ধ পাগল লোকটা ! এই স্ট্রেট জ্যাকেটে ঢোকাতে হবে।'

দ্বিধান্বিত পদক্ষেপে এক কদম এগিয়ে এলো পুলিশ ইন্সপেক্টার। কম্পমান তরিকুল্লার কাঁধে হাত রাখলো। 'কোন ভয় নেই, তরিকুল্লাহ সাহেব। আমি থাকতে কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কি হয়েছে বলুন তো ?'

'সাধন !' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলো তরিকুল্লাহ। খামচে ধরলো ইন্সপেক্টারের ইউনিফরম। 'দেখো, এরা আমাকে পাগল মনে করেছে...'

'নিশ্চয়ই পাগল,' বললো ডাক্তার। 'কোন্ জলকুমার নাকি ওকে কি অভিশাপ দিয়েছে সেই আজগুবি গল্প বলছে লোকটা। শুধু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বলছে তাই নয়, বিশ্বাসও করে যে পানি...'

'কি ধরনের অভিশাপ, তরিকুল্লাহ সাহেব ?' ডাক্তারকে উপেক্ষা করে তরিকুল্লার দিকে ফিরলো সাধন সরকার।

'সোনাগাজীর বিলে মাছ ধরতে গিয়াছিলাম কাল। ওখানে একটা জলকুমারের সাথে ঝগড়া হয়। রাগের মাথায় আমি ওর সোঁলার মুকুটটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলেছিলাম। তাই অভিশাপ দিয়েছে। পানি ছুঁতে দিচ্ছে না আমাকে। বিশ্বাস করো, কাল থেকে একফোঁটা পানি খেতে পারছি না। গ্লাস ধরতে গেলেই...'

'ঐ শোনেন !' ঘাড় কাত করে ইশারা করলো ডাক্তার। 'বদ্ধ উন্মাদ।'

'চুপ করুন !' ধমক মারলো সাধন সরকার ডাক্তারের উদ্দেশ্যে। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে তরিকুল্লার দিকে। ধীরে ধীরে ফিরলো ডাক্তারের দিকে। 'পাগল মনে করে খুব তো তাড়া করে ধরছেন। আপনারা কেউ পরীক্ষা করে দেখেছেন ?'

'এর আর পরীক্ষা করার কি আছে ?'

'নিশ্চই আছে। একশোবার আছে। এই ভদ্রলোককে ভাল করে চিনি আমি। রেসপেকটেবল জেন্টলম্যান। বাজে কথা বলার লোক ইনি নন। পাগল ঠাউরাবার আগে এঁর কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিলো আপনাদের।' টেবিলের উপর থেকে অর্ধেক ভরা একটা পানির গ্লাস তুলে নিল সে হাতে। 'এই যে, ধরুন তো, তরিকুল্লাহ সাহেব।'

হাত বাড়ালো তরিকুল্লাহ। হাতটা গ্লাসের কাছে আসতেই পিছন দিকে ছুটতে শুরু করলো পানি, স্পর্শ করামাত্র লাফ দিয়ে পড়লো গিয়ে

মেঝেতে। কঠিন হাসি ফুটে উঠলো সাধন সরকারের ঠোঁটে। গ্লাসটা রেখে লাল মিকচার ভরা একটা শিশি তুলে নিল টেবিলের উপর থেকে, বাড়িয়ে ধরলো তরিকুল্লার দিকে। শক্ত করে ছিপি আঁটা ছিল বলে শিশিটা হাতে নেয়ার পর তিন সেকেণ্ড কিছুই ঘটলো না, তারপর ঠোশ করে পিস্তলের গুলির মত কর্কটা ছুটে গিয়ে লাগলো ডাক্তারের হৃৎপিণ্ড বরাবার, পরমুহূর্তে লাল হয়ে গেল তার ধব ধবে সাদা অ্যাপ্রন। সমস্ত মিকচার গিয়ে পড়েছে তার কাপড়ে।

'পাগল ইনি, না আপনারা?' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বোকা বনে যাওয়া ডাক্তার ও তার দুই সহকারীর প্রত্যেককে তিন সেকেণ্ড করে দগ্ধ করে তরিকুল্লার হাত ধরে টান দিল ইন্সপেক্টার। 'যত্তোসব পাগলের কারবার! চলে আসুন, তরিকুল্লাহ সাহেব।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলো ওরা। আগাগোড়া সব ঘটনা খুলে বললো তরিকুল্লাহ। সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল সাধন সরকার। 'ডাক্তারের কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা করা যায় না। জ্বিন-পরী, দেবতা-উপদেবতা সম্পর্কে ওরা কি জানে? আমি এদের অনেক গল্প শুনেছি দিদিমার কাছে। দিদিমা নিজের চোখে দেখেছে একটা জলকুমারকে। কিন্তু ঝগড়া-ফ্যাসাদে যাওয়া···নাহ্, আপনারই বা দোষ দিই কি করে? ঐ রকম মানসিক অবস্থায় হয়তো আমিও দুর্ব্যবহার করে বসতাম। যাই হোক, এই মুহূর্তে আসল সমস্যা হচ্ছে পিপাসা। কিছুই গলা দিয়ে নামাতে পারছেন না? চা, কফি, বা···'

'কিচ্ছু না।' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো তরিকুল্লাহ। 'বরফও খড়মড় করে সরে যায়।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পাশায়। হাতে কড়া নাড়বার আগেই খুলে গেল দরজা। দরজার [illegible] বিশ্রী [illegible] মুখ।

'[illegible] হলো? [illegible]···'

জবাবে মাথা নাড়লো তরিকুল্লাহ। 'নাহ্। ও মনে করেছিল পাগল হয়ে গেছি আমি। ঠিক সময় মত সাধন গিয়ে উদ্ধার না করলে এতক্ষণে পুরে দিত পাগলা গারদে। নতুন ওয়ার্ড খুলেছে [illegible]। রোগী পাচ্ছে না, আমাকে পেয়ে ঠেসে ধরতে গেছিল।'

'তারপর? তোমার পিপাসার কোন ব্যবস্থাই হলো না?' ইন্সপেক্টারের দিকে চেয়ে বললো, 'আসুন, ভেতরে এসে বসুন।'

'আমাকে আর 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না, বৌদি। 'তুমি' করেই বলবেন। আমার নাম সাধু—সাধন সরকার।' হঠাৎ মুখের ভাব পাল্টে গেল সাধনের। 'আরে! তাইতো! এই কথাটা মনে আসেনি কেন এতক্ষণ! দাঁড়ান, বৌদি, আপনারা ভেতরে গিয়ে [illegible], আমি একদৌড়ে আসছি। পাঁচ মিনিট।'

কাউকে কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে ছুটে চলে গেল ইন্সপেক্টার যে পথে এসেছিল সেই পথে। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো সে দুই বগলে দুটো বোতল নিয়ে।

'আছে, দাদা?' একটা বোতল তরিকুল্লার হাতে দিল সে। বিয়ারের বোতল।

'[illegible] জীবনে স্পর্শ করিনি এসব কোনদিন।'

'এখন তো স্পর্শ করলেন। কিন্তু কই, ছুটে পালাবার লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না—খেয়াল করেছেন?'

হাতের বোতলের দিকে অবাক হয়ে চাইলো তরিকুল্লাহ। কয়েক

সেকেণ্ড পরেই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর মুখটা। হাসলো সাধনের চোখের দিকে চেয়ে। পুলকিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'তাই তো! রাবেয়া! এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেলাম! একটা গ্লাস আনো, গ্লাস আনো জলদি!'

গ্লাসে ঢালা হলো শীতল বিয়ার। ঢক ঢক করে পুরো একগ্লাস গলাধঃকরণ করে আধমিনিট হাঁপালো তরিকুল্লাহ। আর একগ্লাস ঢালতে ঢালতে বললো, 'বাঁচালে ভাই! উহ্! গলা শুকিয়ে যা অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলো তো? এর মধ্যেও তো পানির ভাগ রয়েছে কিছুটা।'

'রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে শুনেছিলাম, নেশা-ভাঙ-মদ-তাড়ি এসব নাকি একেবারেই সহ্য হয় না জলকুমারদের। একফোঁটা অ্যালকোহলও স্পর্শ করে না কক্ষোণো—শুধু বিশুদ্ধ জল। ভাবলাম, তারা নিজেরা যেটা স্পর্শ করে না তাদের অভিশাপ কি সে জিনিস স্পর্শ করবে? বোধহয় না। দেখা যাচ্ছে, ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।'

'ভাগ্যিশ পুলিশী একটা সন্দেহপ্রবণ মন রয়েছে তোমার, সাধন।' দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করে ঢেকুর তুললো তরিকুল্লাহ। 'জান বাঁচিয়েছো তুমি আজ আমার।'

'কিন্তু দাদা, এই হারে চালালে মাতাল হয়ে পড়বেন। যখন খুব বেশি তেষ্টা পাবে, অল্প একটু খাবেন—নইলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। আজ উঠি আমি। কাল একফাঁকে এসে খবর নিয়ে যাব।'

'উঠি মানে!' দরজা জুড়ে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল গিন্নী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'না খাইয়ে ছেড়ে দেব ভেবেছো? লক্ষ্মী ভাই আমার, বসো, দুপুরে খেয়েদেয়ে তারপর যাবে।'

অগত্যা, কি আর করা, বসে পড়লো ইন্সপেক্টার।

বার দুই দোকান থেকে ঘুরে এলো তরিকুল্লাহ। একবার দুপুরে, একবার সন্ধ্যায়। কে বলে পারে না—দিব্যি সুন্দর দোকান চালাচ্ছে টিপু। কোথায় কার কি দরকার, কে পয়সা না দিয়ে কেটে পড়বার তালে আছে, কোন্ বেয়ারা ফাঁকি দিচ্ছে—সবদিকে শ্যেন দৃষ্টি রয়েছে ওর। কোথাও পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই, সদা সতর্ক। সাপ্লাই না শর্ট পড়ে সেদিকেও রয়েছে সজাগ চোখ, যেটা কমে আসছে সাথে সাথেই লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করছে।

রাত দশটায় দোকান বন্ধ করে ফিরে এলো টিপু বীরদর্পে। ক্যাশের টাকা বাপের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'কি? পারবো না বলে?'

আনন্দের আতিশয্যে চুমো খেল তরিকুল্লাহ পুত্রের কপালে।

সারাদিন লাটের মত খাটে শুয়ে স্ত্রী-কন্যার আদর-যত্ন উপভোগ করেছে তরিকুল্লাহ। পিপাসা লাগলেই একঢোক দুইঢোক করে বিয়ার খেয়েছে। ফলে পরদিন ঘুম থেকে উঠে আর মাথা তুলতে পারলো না বালিশ থেকে। অসম্ভব ধরে আছে মাথাটা, ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে, ঘাড়টা একটু এদিক-ওদিক ফেরালেই খচ্ করে ব্যথা লাগছে মগজের ভেতর।

এদিকে জলকুমারের কথামত সত্যিই বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো, সকাল ভোরে উঠেই চলে গেছে টিপু দোকানে। এই বৃষ্টিতে বিক্রির কি অবস্থা হবে বুঝতে অসুবিধে হলো না তরিকুল্লার। মুখ বিকৃত করে মাথার ব্যথা সহ্য করে কোনমতে উঠে পড়লো সে বিছানা ছেড়ে।

নাস্তার পর আবার একগ্লাস বিয়ার সামনে এসে হাজির হতেই বমি ঠেলে এলো তরিকুল্লার। আর কাঁহাতক সহ্য করা যায় এই তেতো পদার্থ? কিন্তু উপায় নেই। নাক টিপে ধরে খেয়ে নিল সে সবটুকু।

'খুব কষ্ট হচ্ছে…হ্যাঁ গো?' সহানুভূতির সুরে জানতে চাইলো গিন্নী।

'সাংঘাতিক। আর কয়দিন যে এভাবে টিকে থাকতে পারবো আল্লাই জানে। মাথা তুলতে পারছি না।'

'খানিক ঘুরেফিরে এসো না বাইরে থেকে, মাথা ধরাটা ছাড়তে পারে।'

ঠিক। কথাটা মনে ধরলো তরিকুল্লার। একটা ছাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। কয়েক কদম গিয়েই ফিরে এলো আবার। ছাতিটা রেখে বেরিয়ে গেল খালিহাতে। একফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে না ওর মাথায়।

কোথায় আর যাবে, ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত দোকানেই গিয়ে হাজির হলো তরিকুল্লাহ। দূর থেকেই বুঝতে পারলো সে বিক্রির অবস্থা। দোকান ফাঁকা। দু'চারজন যারা বসে আছে তারা কিছু খাওয়ার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অন্যে নয়, বৃষ্টিটা একটু ধরে আসার অপেক্ষায় বসে আছে। দু'জন কর্মচারী দুটো টুলে বসে ঝিমোচ্ছে। বেজার মুখে ক্যাশ কাউন্টারে বসে রয়েছে টিপু। তরিকুল্লাহ গিয়ে ঢুকতেই যে কয়জন বসে ছিল তারাও কেটে পড়লো, একটা খরিদ্দারও রইলো না দোকানে।

ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো তরিকুল্লাহ। বসে পড়লো একটা চেয়ার টেনে। কিছুই করবার নেই। আগামী একটা মাস এই হাল থাকবে ব্যবসার। মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারলে তবে না বেচা-বিক্রি। শুধু ওর দোকানেরই যে এই হাল, তা নয়, সব দোকানের একই অবস্থা। সবাই বসে আছে তীর্থের কাকের মত, মাছি তাড়াচ্ছে, আর লম্বা করে শ্বাস ছাড়ছে।

ভেজা একটা ছাতি হাতে দোকানে এসে উঠলো ইন্সপেক্টার সাধন সরকার। সাথে থুত্থুড়ে এক বুড়ি। পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি আমার দিদিমা। আপনাকে বাড়িতে না পেয়ে সোজা চলে এলাম দোকানেই।'

'বোসো, বোসো, উটতে হবে না,' তরিকুল্লাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললেন বৃদ্ধা, বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। 'সবই শুনেচি সাধুর কাচে। তোমার দোষ দিইনে, তুমি তো ভাই এদের চেনো না। জলপরী আর জলকুমারদের নাড়ি-নক্ষত্র সব আমার জানা। মনে হচ্চে খুবই কষ্টে আচো। যাক, অভিশাপটা তুলিয়ে নেবার কোন ব্যবস্থা করেচো?'

'এর আর কি ব্যবস্থা করতে পারি, বলুন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার জানা আছে কোন উপায়?'

'আচে। কিন্তু সবচে আগে জানা দরকার—তুমি কি অনুতপ্ত?

অনুশোচনা হয়েচে ?'

'সে আর বলতে !' শিউরে উঠলো তরিকুল্লাহ। 'জীবনে যে জিনিস ছুঁইনি, ঘৃণা করেছি মনেপ্রাণে—তাই খেয়ে প্রাণ ধারণ করছি।'

'বেশ। তুমি যখন সত্যিই অনুতপ্ত, সোজা সেই বিলে চলে যাও, গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কিন্তু শুধু ক্ষমা চাইলে হবে না, জলকুমার প্রমাণ চাইবে, প্রমাণ দেখাতে হবে তোমার।'

'কি রকমের প্রমাণ ?' আগ্রহের আতিশয্যে সামনে ঝুঁকে এলো তরিকুল্লাহ।

'সাথে করে কিছু তালমিছরি নিয়ে যাও। জলকুমারেরা তাল মিছরি খুব ভালোবাসে। যদি তাকে…'

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো তরিকুল্লাহ। 'এ আর এমন কি ? দশ সের তালমিছরি নিয়ে আজই দেখা করবো আমি তার সাথে।'

'অত অস্থির হয়ো না, বোসো।' হাতের ইঙ্গিতে বসতে বললেন বৃদ্ধা। 'তালমিছরি ভালোবাসে ঠিকই, খুবই ভালোবাসে, কিন্তু খেতে পারে না। জল লেগে গলে যায়। বুদ্ধি খাটিয়ে এমন কোন কৌশল বের কত্তে হবে তোমার, যাতে মিছরি গলবে না। একমাত্র তাহলেই সে বুজতে পারবে অনুতপ্ত হয়ে তার জন্যে সত্যিই তুমি কিছু একটা করেচো।'

'সে কি করে সম্ভব ? পানি লাগলেও মিছরি গলবে না, সেটা হয় কখনো ?' হতাশ হয়ে পড়লো তরিকুল্লাহ। 'জানতাম, কিছু না কিছু শক্ত গেরো থাকবে, যেটা খসানো আমার সাধ্যের বাইরে।'

কথাটা খেয়াল করলেন না বৃদ্ধা। মুগ্ধ, বিস্ফারিত নেত্রে চারপাশে চোখ বুলালেন। 'তোমার এই দোকানের কাছাকাছি এসেই আমি বুজতে পেরেচি, মিথ্যে বলেনি সাধু। সত্যিই অভিশাপ দিয়েচেন তোমাকে জলকুমার। আমার বাপের জন্মেও এমন বিদঘুটে দিশ্য দেখিনি কোনদিন। সকাল ঝমঝম বিষ্টির ঢল, গোটা শহর ধুয়ে যাচ্ছে, বিষ্টির জলে একাকার, অথচ তোমার দোকানের চারিপাশে বিশগজের মধ্যে বিষ্টির ছিটেফোঁটাটি পর্যন্ত নেই—একেবারে খটখটে শুকনো !'

মিছরি-সমস্যা কি করে সমাধান করা যায় গভীরভাবে ভাবছিল বলে বৃদ্ধার কোন কথা কানে গেল না তরিকুল্লার। কিন্তু ঝানু গোলকীপারের মত খপ্ করে ধরলো টিপু কথাটা—ঠিক যেমন ভাবে বল লুফে নেয়, তেমনি। নানান দিক থেকে নানানভাবে আক্রমণ করেও সমস্যাটার কোন সমাধান বের করতে না পেরে তরিকুল্লাহ যখন চিন্তারাজ্য ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এলো, দেখলো সাধন, তার দিদিমা বা টিপু কেউ নেই দোকানে। আবছাভাবে মনে পড়লো, যাবার সময় বলে গেছে টিপু ঘন্টা দুয়েক লাগবে ওর ফিরতে।

'সে কি করে সম্ভব ?' বিড়বিড় করলো সে আপন মনে। 'মিছরি—অথচ পানিতে গলবে না ! আচ্ছা…গোটা কয়েক তাল কিনে নিয়ে গেলে কেমন হয় ? খেতে চাইলে মিছরি বানিয়ে নিক নিজেই ?—নাহ্, হবে না। তাল থেকে মিছরি হয় না, হয় তালের রস থেকে। কাজেই এই লাইনে চিন্তা করে লাভ নেই। সব ছেড়ে এই তাল মিছরির ওপর এমন ঝোঁক কেন ব্যাটাদের ?'

বেশিক্ষণ এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সময় পেল না তরিকুল্লাহ। এদিকটায় বৃষ্টি নেই বলে ইতিমধ্যেই একজন দু'জন করে বেশ অনেক-

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গুলো খরিদ্দার এসে বসেছে দোকানে, শুরু হয়েছে বয়-বেয়ারার ছুটোছুটি।

ঘন্টা দুয়েক পর হাসিমুখে ফিরে এলো টিপু। হাতে একটা হোল্ডল, তারমধ্যে তরিকুল্লার জন্যে তোশক-বালিশ, আর কয়েক বোতল বিয়ার।

'সব ব্যবস্থা করে এলাম, আব্বা। তোমার কোন কষ্ট হবে না, আবদুলের চৌকিটাতে গ্যাঁট মেরে শুয়ে থাকো।'

'আবদুলের চৌকিতে শুয়ে থাকবো! কেন?' একেবারে আকাশ থেকে পড়লো তরিকুল্লাহ। 'কি বলছিস বুঝতে পারছি না। কিসের ব্যবস্থা করে এসেছিস?'

'অ্যানাউন্সমেন্টের। তিনটে মাইক ভাড়া করেছি। আমার তিন বন্ধু তিন রিক্সায় চেপে সারা শহর টহল দিয়ে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে। আর দশজনকে ডেকেছি আমাকে হেল্প করার জন্যে। পাঁচশো চেয়ার আর একশো টেবিলের অর্ডার দিয়ে এসেছি ডেকোরেটারের কাছে। সেইসাথে বরফ লেবু চিনি দই চা কেক বিস্কিট—মোটকথা সমস্ত কিছুর অর্ডার বাড়িয়ে দিয়েছি আপাততঃ একশো গুণ, বলে দিয়েছি যেন তৈরি থাকে, পাঁচশোগুণও লাগতে পারে।'

মনে হচ্ছে কোন বিদেশী ভাষা বলছে টিপু। ঢোক গিললো তরিকুল্লাহ। বার কয়েক মুখ খুললো এবং বন্ধ করলো। ছেলের কথার বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝতে পারেনি সে, কিন্তু কোন্ প্রশ্নটা আগে করবে, কোন্টা পরে স্থির করতে না পেরে খেই হারিয়ে ফেললো। হোল্ডল খুলে আবদুলের চৌকির উপর বাপের জন্যে ঝটপট বিছানা পেতে দিল টিপু। বললো, 'তুমি ক্যাশে থাকো,

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আব্বা। আমি ততক্ষণে একটু গুছিয়ে ফেলি। বসে থাকতে খারাপ লাগলেই আমাকে ডাক দিয়ে এখানে বসিয়ে তুমি শুয়ে প'ড়ো বিছানায়।' ট্রাক-ভর্তি চেয়ার-টেবিল আসতে দেখে ছুটে চলে গেল টিপু সেইদিকে।

খ খেয়ে বসে রইলো তরিকুল্লাহ। এদিকে টিপুর দশজন কাপ্তান বন্ধু এসে গেছে। দশমিনিটের মধ্যে দোকানের সামনে-পিছনে ফাঁকা জায়গায় সাজিয়ে ফেললো ওরা চেয়ার-টেবিল। এক এক টেবিল ঘিরে পাঁচটা করে চেয়ার। আধঘন্টা যেতে না যেতেই হুড়মুড় করে লোক আসতে শুরু করলো। দোকানের জন্যে তিনজন তো আছেই, দশ কাপ্তান কোমর বেঁধে নেমে পড়লো বাইরের পরিবেশনায়। পাঁচটা করে টেবিল ভাগ করে নিয়েছে একেকজন। উড়ে আসছে যেন টাকা—ক্যাশ কাউন্টারে বসে হিমসিম খেয়ে গেল তরিকুল্লাহ টাকা তুলে রাখতে আর ভাংতি দিতে দিতেই। অকল্পনীয় ব্যাপার! হঠাৎ করে এমন জমে উঠলো কি করে ব্যবসাটা? এত লোক জুটালো কি করে? কোথায় গিয়ে কি জাদু করে এলো ছোঁড়া?

এমনি সময়ে কানে এলো মাইকের ঘোষণা। বাংলা, উর্দু আর ভুল ইংরেজিতে ঘোষণা হচ্ছে:

'অলৌকিক ব্যাপার! ভৌতিক কাণ্ড। নিজে প্রত্যক্ষ করুন! নিজে যাচাই করে নিন সত্যমিথ্যা। আসুন, খোলামাঠে বসে এক কাপ চা বা এক গ্লাস শরবত খেয়ে যান। সেইসাথে উপভোগ করুন প্রফেসার ঝন্টুর ম্যাজিক। কথা দিচ্ছি, বৃষ্টিতে ভিজবেন না। সারা শহরে তুমুল বৃষ্টি—কিন্তু আমাদের দোকানের ধারেকাছে বৃষ্টির নাম গন্ধ পাবেন না আপনি। আসুন,

নিজে পরীক্ষা করে সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমাদের ঠিকানা :
তরিকুল্লাহ পান ঘর, ১৩২ নম্বর…'

এতক্ষণে লক্ষ্য করলো তরিকুল্লাহ, ছোটখাট একটা স্টেজ তৈরি করে নিয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছে এক ছোঁড়া। সন্ধ্যের পর মাইকওয়ালা তিন কাপ্তানও এসে যোগ দিল পরিবেশনের কাজে। ভিড়ের চাপ এতই বৃদ্ধি পেল যে শেষে জনতা সামলানোর কাজে এগিয়ে আসতে হলো পুলিশ বিভাগকে। রাত দশটা পর্যন্ত চললো হুলস্থূল কাণ্ড। দোকান বন্ধ করে টাকা গুণে দেখা গেল সারাবছর যা রোজগার হয়েছে তার দ্বিগুণ রোজগার হয়ে গেছে ওদের এই একদিনেই।

এইভাবে চললো পর পর পাঁচদিন। ক্যাশ বাক্স আঁকড়ে পড়ে রইলো তরিকুল্লাহ প্রতিদিন সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। লোকের মুখে মুখে এতই ছড়িয়ে পড়লো সংবাদটা যে একশো-দুশো মাইল দূর থেকেও মানুষ আসতে শুরু করলো এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার জন্যে। ষষ্ঠ দিনে কড়কড়ে সূর্য উঠলো। নির্মেঘ আকাশ।

সকাল বেলা গিন্নীর ধাক্কায় ঘুম ভাঙলো তরিকুল্লার। উঠে বসতে গিয়ে দাঁতে দাঁত চাপলো সে। বিয়ারের বদৌলতে মনে হচ্ছে তিন মন ওজন চাপানো রয়েছে ওর মাথার উপর। টনটন করছে ঘাড়-মাথা অসহ্য ব্যথায়। কয়েক সেকেণ্ড চোখে আঁধার দেখলো, তারপর দৃষ্টিটা পরিষ্কার হয়ে আসতেই দেখতে পেল গিন্নীকে—হাতে বেশ বড়সড় একটা ঠোঙা।

'কি ব্যাপার? ঠোঙায় কি?' জিজ্ঞেস করলো তরিকুল্লাহ ভারি গলায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'ভালমিছরি। আজ একবার ঘুরে এসো না সেই বিল থেকে।'

'ঘুরে আসবো? দোকান…'

'বিষ্টি নেই দেখছো না? আজও ভিড় হবে অবশ্য, কিন্তু টিপু একাই সামলে নিতে পারবে আজ।'

'কিন্তু…কিন্তু কাল তো আবার বিষ্টি নামবে। তখন?'

'তখন কি? অভিশাপ যদি তুলে নেয়, আমাদের দোকানেও বিষ্টি পড়বে। লোকের ভিড় হবে না, কাজেই তোমার চিন্তা নেই।'

'কিন্তু…এই যে জমজমাট ব্যবসা…কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা…অভিশাপ তুলে নিলে…তার চাইতে আর কটা দিন…'

'লোভে পেয়ে বসেছে তোমাকে!' তরিকুল্লার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলো গিন্নী। 'হ্যাঁ গো, তোমার শরীর-স্বাস্থ্যের চেয়ে কি ব্যবসা আর টাকা বড় হলো? একফোঁটা পানি খেতে পারোনি আজ কয়দিন?'

সত্যিই, পানির কথা ভাবলে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে তরিকুল্লার। একে তো দিনরাত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকতে হচ্ছে, তার ওপর গত সাতদিন স্নান না করায় এমন বিটকেল গন্ধ হয়েছে গায়ে যে মানুষজন এক কথা দু'কথার পরই ছুটে পালায় সামনে থেকে। কিন্তু পরপর পাঁচদিন অঢেল রোজগার করে কেমন যেন ঘুরে গেছে ওর মাথাটা। আমতা আমতা করে বললো,'লোভ ঠিক নয়…ভাবছি, একটা সুযোগ যখন পাওয়া গেছেই, আর কয়টা দিন কষ্ট করে কাটিয়ে দিতে পারলে সত্যিই লাখোপতি হয়ে যাব আমরা।'

'টাকা কিসের জন্যে? ছেলেমেয়েদের জন্যেই তো? ওরা তো চাইছে না। ছেলে মেয়ে দু'জনেই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে—টাকা

চাই না আমরা। যেমন করে পারো রাজি করাও আব্বাকে সেই বিলে মিছরি নিয়ে যেতে। টিপু সাথে যেতে চেয়েছিল, আমি বলেছি : দোকানটা দেখ্‌গে যা, দোকান বন্ধ রাখলে তোর বাপ ঠিক হার্টফেল করবে। ওঠো, উঠে পড়ো, লক্ষ্মী। নাস্তাটা সেরেই বেরিয়ে পড়ো ঠোঙা নিয়ে।'

অগত্যা রওনা হলো তরিকুল্লাহ সোনাগাজী বিলের উদ্দেশে।

দুপুর থেকে শুরু হলো হিক্কা। আধমিনিট পর পর হেঁচকি উঠছে তরিকুল্লার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিরতি নেই হিক্কার। কেন হচ্ছে এটা—অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্যে, নাকি শরীর থেকে পানির ভাগ অস্বাভাবিক মাত্রায় কমে যাওয়ার ফলে, ঠিক বোঝা গেল না। কেউ পরামর্শ দিল বুক ভরে শ্বাস নিয়ে অনেকক্ষণ দম আটকে রাখতে, কেউ বললো পুরো একগ্লাস বিয়ার এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললে সেরে যাবে, কেউ বললো নাকের ভিতর সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি দাও গোটা কয়েক। সবই করে দেখলো তরিকুল্লাহ, দূর হলো না উপসর্গটা। ভয় পেয়ে গেল সে। দোকানে বেশিক্ষণ বসলো না, ফিরে এলো বাড়িতে।

অবস্থা দেখে চোখ কপালে উঠলো গিন্নীর। ঘাবড়ে গিয়ে ডেকে পাঠালো সাধন সরকারকে।

সাধন এসে দেখলো দুই হাতে কপাল টিপে ধরে চোখ বুজে বসে আছে তরিকুল্লাহ। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘোলাটে চোখ মেলে চাইলো সে। কয়েক মুহূর্ত চিনতে পারলো না, তারপর বললো, 'কে? সাধন? বসো।'

'আজ বিলের ওদিকে গিয়েছিলেন শুনলাম? লাভ হলো?'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো তরিকুল্লাহ এপাশ-ওপাশ।

'গিয়েছিলাম। গোটা বিলটা চক্কোর দিয়েছি পুরো তিন বার। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডেকেছি। পানির মধ্যে তালমিছরি ছিটিয়েছি···হিক! কিন্তু একটি বার মাথা তুললো না ব্যাটা।'

'জানি।' সহানুভূতির সুরে বললো সাধন। 'সব সময় ব্যস্ত থাকে ওরা, তন্ময় হয়ে থাকে কাজে।'

'কাজেই ফিরে আসতে হলো। আর কি করতে পারি আমি বলো? চিঠি বা টেলিগ্রাম পাঠানো সম্ভব নয়, দরজা নেই যে কড়া নাড়বো···হিক! কলিংবেল নেই যে টিপ দিলেই টের পাবে কেউ ডাকছে, টেলিফোন নেই যে রিঙ করবো। তুমিই বলো, মাফ চাওয়ারও তো···হিক, একটা উপায় থাকতে হবে!'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দু'জনেই। নীরবতা ভাঙলো তরিকুল্লাহ। সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরলো। 'নাও, সিগারেট খাও একটা। অনেক ভেবে দেখেছি, সাধন, লাভ নেই। শেষ হয়ে গেছি আমি। তোমার সাধ্যমত···হিক! যথেষ্ট করেছো তুমি আমার জন্যে, বিপদের সময় সত্যিকার বন্ধুর মত পাশে এসে দাঁড়িয়েছো—কিন্তু কপাল খারাপ হলে তোমার আর কি করার আছে, বলো?'

'তবু চেষ্টা ছাড়লে চলবে না,' ভেবেচিন্তে বললো সাধন। 'আমার মনে হয় রোজ একবার করে যাওয়া দরকার আপনার ঐ বিলে। বলা যায় না···'

'ধরো গেলাম, দেখাও পেলাম, কথাও হলো···কিন্তু তালমিছরির ব্যাপারটা? পানিতে গলবে না···হিক!···এমন মিছরি পাব কোথায় আমি?'

'এমন মিছরি কোনদিনই পাওয়া যাবে না।' ভেবেচিন্তে বললো সাধন। 'মিছরি পানিতে গলবেই। কিন্তু একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সেদু'চারদিন রেখে চেখে চেখে খেতে পারে জিনিসটা।'

'একটা বোতলে পুরে নিয়ে গেলে কেমন হয়?' বুদ্ধি খেললো তরিকুল্লার মাথায়।

'উহুঁ।' মাথা নাড়লো সাধন। 'যত ভাল করেই ছিপি আটকান না কেন, পানি ঢুকবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। তাছাড়া যদি ওয়াটারটাইট ছিপির ব্যবস্থা করতে পারেনও, কাজ হচ্ছে না তাতে। ভরা অবস্থায় ডুবে থাকবে, কিন্তু যেই খানিকটা খালি হবে ওমনি টুপ করে ভেসে উঠবে ওপরে—থাকতে চাইবে না পানির নিচে।'

'তাহলে…' ছাতের দিকে ধোঁয়া ছাড়লো তরিকুল্লাহ। হিক্কা তুললো। 'এক কাজ করা যায়। ছোট ছোট পলিথিনের প্যাকেটে মুড়ে…'

'ঠিক বলেছেন।' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সাধন সরকার। 'ঠিক, ঠিক বুদ্ধি হয়েছে! একেবারে কারেক্ট। পলিথিন। পলিথিনের প্যাকেটেই ভরতে হবে। গুড। কাল সকালে আসছি আমি। আমিও যাব আপনার সাথে। ডিউটি আছে…কিন্তু বদলে নেব সালেকের সাথে।'

হ্যাণ্ডশেক করে খুশিমনে বেরিয়ে গেল সাধন সরকার, ঠিক সময়মত এসে হাজির হলো পরদিন। বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়ে গেল দুজন। দৈত্যের মত দেখাচ্ছে সাধনকে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি তরিকুল্লার পাশে। চলতে চলতেই একটা প্ল্যান তৈরি করে নেয়ার চেষ্টা করলো ওরা, কিন্তু ফল হলো না বিশেষ। ঠিক কি করলে যে

The Online Library of Bangla Books BANGLA BOOK .ORG

ধারের দেখা পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। শেষে স্থির করলো, যার মাথায় যা প্ল্যান আসবে একের পর এক সে-সব প্রয়োগ করতে থাকবে ওরা বিলে পৌঁছে—যেটা লাগে লাগবে।

আধা চার বর্গমাইল জোড়া বিশাল সোনাগাজীর বিলের ধারে এসে থেমে গেল সাধন। এই মস্ত বিলের ঠিক কোন্‌খানটায় যে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে জলকুমার, বুঝবার উপায় নেই। সে-দিন যেখানে ছিল, আজও সেখানেই থাকবে তার কোন মানে নেই। কিভাবে জানাবে ওরা জলকুমারকে যে ওরা এসেছে?

'একটা নৌকো নিলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করলো সাধন।

'কোন লাভ নেই,' মাথা নাড়লো তরিকুল্লাহ। 'আমি উঠলেই ভেসে উঠবে সেটা…হিক!…পানির ওপর। বাইতে পারবে না নৌকা।'

'তাহলে? কিভাবে শুরু করা যায়?'

ঠোঁট কামড়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো তরিকুল্লাহ। 'আর কি? সেই কালকের মত হাঁকডাক করা ছাড়া আর তো কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। এক কাজ করা যাক। তুমি ডানদিকে রওনা হও, আমি হাঁটতে শুরু করি বামদিক ধরে। হিক! বিলের ঐপারে দুজন দুজনকে ক্রস করবো, তারপর আবার এইখানে এসে দেখা হবে আমাদের। যদি তোমার ডাকে কোথাও ভেসে ওঠে, রুমাল নেড়ে ইশারা করো, একছুটে চলে আসবো আমি।'

'ঠিক আছে।'

রওনা হয়ে গেল দু'জন দুদিকে।

ধীরে ধীরে হাঁটছে তরিকুল্লাহ। গুণে গুণে দশ কদম ফেলে, তার-পর থেমে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গলা ছেড়ে। আবার এগোয় দশ কদম। বিরক্ত হচ্ছে মাছ-শিকারীরা, কিন্তু কেয়ার করলো না সে। এটা ওর জীবন-মরণ সমস্যা। একঘণ্টা পর বিলের দুইপারে মুখো-মুখি হলো দু'জন দু'জনার। ওপার থেকে আবছা ভেসে এলো সাধ-নের ভাঙা গলার কর্কশ ডাক, 'হো-ও-ই জলকুমার! কুমার গো! উঠে আয়, বাবা!'

'হো-ও-ই জলকুমার! জলকুমার?' হাঁক ছাড়লো তরিকুল্লাও। 'উঠে আয়, বাবা!'

আরো একঘণ্টা পর দেখা হলো দু'জনার! রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে মুখ, চিৎকার করতে করতে বসে গেছে—জ্বলছে এখন গলা, ক্লান্ত হতোদ্যম হয়ে পড়েছে দু'জনেই। কিন্তু জলকুমারের দেখা নেই।

'এভাবে চিৎকার করে কোন লাভ নেই,' বললো সাধন।

'তাহলে কি করলে লাভ আছে?' জিজ্ঞেস করলো তরিকুল্লাহ।

কোন সদুত্তর এলো না কারো মাথাতেই। কাজেই আবার হাঁট-তে শুরু করলো দু'জন দুদিকে। মনমরা পদক্ষেপ। আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না কেউই।

আরো দু'ঘণ্টা পর আবার যখন কাছাকাছি এলো দু'জন, গলা দিয়ে তিন-চারটে স্বর বেরোচ্ছে সাধনের, বেড়ে গেছে তরিকুল্লার হিক্কা। একটা গাছতলায় বসে পড়লো দু'জন। হতাশায় এতই মুষড়ে পড়েছে যে একে অন্যের দিকে চাইতে পর্যন্ত পারছে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এমনি সময়ে তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে প্রায় তেড়ে এলো একজন নৌকাওয়ালা।

'কি পেয়েছেন মিঞারা, শুনি? পাগলামীর আর জায়গা পাননি, না? হল্লা করে মাছ তাড়াচ্ছেন কেন? আর সব লোকের অসুবিধে হচ্ছে...'

'আর হল্লা হবে না,' ক্লান্ত স্বরে বললো তরিকুল্লাহ। 'বুঝে গেছি, কোন লাভ নেই এতে।'

'কে লোকটা? দেব নাকি এক চড়ে কানটা ফাটিয়ে?' জানতে চাইলো সাধন। ফ্লাস্কের মুখ খুলে পানি খেল কয়েক ঢোক।

'না, না। এই গ্রামেরই লোক। নৌকো ভাড়া দেয়।' লোকটার দিকে চাইলো তরিকুল্লাহ। 'চেনো একে? পুলিশ ইন্সপেক্টার!'

মুহূর্তে কেঁচো হয়ে গেল নৌকাওয়ালা। মাফ চাওয়ার জন্যে মুখটা শুধু হাঁ করেছে, এমনি সময়ে ধমকে উঠলো সাধন। 'চোপ-রাও! আছে নাকি নৌকা? ভাড়া দিতে পারবে একটা?'

'পারবো, স্যার।'

'ভাড়া কত?'

'সবার জন্যে চার টাকা, স্যার। আপনার জন্যে দুই টাকা। ইচ্ছা হলে দেবেন, আর...'

'চোপরাও!' আবার হাঁক ছাড়লো সাধন। পকেট থেকে চারটে টাকা বের করে দিল লোকটার হাতে। 'নিয়ে এসো তোমার নৌকো। ফুটো যেন না থাকে।'

'একটা ফুটো পাবেন না, স্যার।' বলেই ছুট দিল লোকটা। কাছেই পানির নিচে ডুবানো ছিল নৌকা, তিন মিনিটের মধ্যে

তুলে নিয়ে এলো। নৌকায় উঠে পড়লো সাধন।

হাত নেড়ে নৌকাওয়ালাকে বিদায় করে দিয়ে বৈঠা বাইতে শুরু করলো সাধন। 'আপনি হেঁটে আসুন, তরিকুল্লাহ সাহেব। ঐ যে, ঐখানে।' দেড়শো গজ দূরে বিলের ধারে অনেকগুলো ছোটবড় পাথর পড়ে রয়েছে—সেই দিকে আঙুল তুলে ইশারা করলো সে।

উঠে পড়লো তরিকুল্লাহ। বুঝলো, কোন বুদ্ধি এসেছে সাধনের মাথায়। পাথরের টুকরোগুলোর কাছে সাধনের আগেই পৌঁছে গেল সে। বিয়ার খেল কয়েক ঢোক। সাধন নৌকা নিয়ে কাছে আসতেই জানতে চাইলো, 'হঠাৎ নৌকা ভাড়া নিলে যে, সাধন?'

'বলছি,' নৌকাটাকে ডাঙার ওপর খানিকটা টেনে তুলে তীর বেয়ে উঠে এলো সাধন ওপরে। 'আমি যতদূর জানি, জলকুমারদের মন খুব নরম। ঠিক পাষাণ হৃদয় বলতে যা বোঝায় সেটা নয়। মনে হচ্ছে পানির নিচে বসে আসলে শুনতেই পাচ্ছে না আমাদের হাঁকডাক। টের পেলে ঠিকই উঠে আসতো, আর আপনাকে অনুতপ্ত দেখলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিত অভিশাপ।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এর সাথে নৌকার কি সম্পর্ক?'

আপাততঃ এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জানতে চাইলো সাধন, 'সোজা পানির দিকে হাঁটবার চেষ্টা করে দেখেছেন কখোনো?'

'গতকালই দেখেছি। ডাকাডাকিতে যখন ফল হলো না তখন ভেবেছিলাম, আমি এগোলে যদি পানি সরে যায় তাহলে হয়তো হেঁটেই পৌঁছে যেতে পারবো তার কাছে। কিন্তু দেখলাম, সেটা হয় না। পানি শুধু নিজেই সরে থাকে না, আমাকেও সরিয়ে রাখে তার কাছ থেকে। ফলে টলমল করে হাঁটতে পারি আমি পানির ওপর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দিয়ে।'

'হুম। ঠিক আছে।' টপাটপ পাঁচসেরী, দশসেরী পাথর তুলতে শুরু করলো সাধন নৌকায়। বললো, 'হাত লাগান, তরিকুল্লাহ সাহেব। কায়দা পাওয়া গেছে একটা।'

কি কায়দা জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না তরিকুল্লাহ, পাছে দেখা যায় আগেই কৌশলটা প্রয়োগ করে বিফল হয়েছে সে। বিনা-বাক্য-ব্যয়ে লেগে গেল সে বড় বড় পাথর দিয়ে নৌকা বোঝাইয়ের কাজে। পাথরের ভারে নৌকা তলিয়ে যাবার যখন আর মাত্র দুই ইঞ্চি বাকি, তখন বৈঠা হাতে উঠে পড়লো সাধন, তীর থেকে খানিকটা সরে গিয়ে ডাকলো, 'আসুন, দাদা···দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

পানির উপর দিয়ে দুই বছরের শিশুর মত টলমল করে হেঁটে চলে এলো তারিকুল্লাহ নৌকোর কাছে। 'এবার?' জানতে চাইলো সে। 'কি মতলব এঁটেছো? পাথর দিয়ে কি হবে?'

একটা পাথর এগিয়ে দিল সাধন তরিকুল্লার দিকে। 'সারা বিলে এদিক ওদিক ধুপধাপ পাথর ফেলতে শুরু করবো আমরা এখন। আমাদের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না—কিন্তু চারপাশে পাথর পড়তে শুরু করলে অন্ততঃ ব্যাপার কি জানার জন্যে হলেও উঠতে হবে বাছাধনকে। আর যদি কায়দা মতন পিঠের ওপর একটা ফেলতে পারি, তাহলে তো কথাই নেই।'

প্ল্যানটা খুবই পছন্দ হলো তরিকুল্লার। এতক্ষণে আশার আলো দেখতে পেয়েছে সে। দু'জন মিলে সমানে পাথর ফেলতে শুরু করলো মনের সুখে। কিছুদূর এগোয় আর হেইও করে পাথর ফেলে।

একটা করে পাথর ফেলে আর বলে, 'সোজা গিয়ে চাঁদির ওপর পড়বে এটা।' সাধন বলে,'এইটা পড়বে ঠিক মাজার ওপর, তিনদিন গরম তেলমালিশ লাগবে কুমার বাহাদুরের।' তরিকুল্লাহ বলে, 'এইটা লাগবে গিয়ে ঘাড়ে।'

সারা বিল তোলপাড় করে ফেলবার জোগাড় করলো ওরা দু'জন মিলে। ছোট বড় নানান আকারের পাথর ফেলছে ধুপুড়-ধাপ, আর সেই সাথে চলেছে নানান রকম মন্তব্য। 'এইটা দিয়ে চেপেই মারবো শালাকে।' বলে মস্ত একটা পাথর তুলে নিল তরিকুল্লাহ, কিন্তু ফেলতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল নিজেই পাথরের মূর্তির মত। কয়েক হাত দূরেই ভেসে উঠেছে সেই জলকুমার—দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করা, মাথায় নতুন একটা মুকুট।

'পাথর ফেলে আমাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি কি না করলেই নয়?' শান্ত মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করলো জলকুমার।

বার দুয়েক ঢোক গিললো তরিকুল্লাহ, তারপর সসম্ভ্রমে বললো, 'মাফ করবেন, মিস্টার জলকুমার সাহেব। অনেক হাঁকডাক করেও আপনাকে তুলতে পারিনি···তাই···'

তরিকুল্লার মুখের দিকে চাইলো জলকুমার। 'আপনি সেই ব্যক্তি না, গত হপ্তায় যাকে সাজা দেয়া হয়েছিল? তা, ফিরে এসেছেন কেন?'

'মাফ চাইতে এসেছি, স্যার। আমি সত্যিই···হিক!···অনুতপ্ত। আর কোনদিন আপনার সাথে বেআদবী করবো না।'

'আপনি যে অনুতপ্ত তার কোন প্রমাণ আছে?' নরম গলায় জানতে চাইলো জলকুমার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

হাতের পাথর নামিয়ে রেখে পাগলের মত ক্যানভাসের ব্যাগ থেকে পলিথিন মোড়া তাল মিছরি বের করলো তরিকুল্লাহ। একটা বড় পলিথিনের ঠোঙার মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য পলিথিন-প্যাকেট প্রত্যেকটির মধ্যে তালমিছরির একটা করে টুকরো। কম্পিত হাতে এগিয়ে দিল সে ঠোঙাটা।

'বাহ্! ভাল বুদ্ধি বের করেছেন দেখছি!' একটা প্যাকেট খুলে টুপ করে একটুকরো মিছরি মুখে পুরলো জলকুমার। হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। 'কতদিন খাইনি তালমিছরি!'

'তাহলে কি, স্যার, মাফ হবে আমার?' জানতে চাইলো তরিকুল্লাহ ভয়ে ভয়ে।

'হবে।' তরিকুল্লার মুখের দিকে চেয়ে হাসলো জলকুমার। 'শুধু তাই নয়, আমার জন্যে আপনার যা ক্ষতি হয়েছে সেটাও পূরণ করে দেব আমি। মেয়ের বিয়েটা ভেঙে গেছে, তাই না?' ডান-হাতটা সামনে বাড়ালো। 'নিন ধরুন, এই আংটিটা পরিয়ে দেবেন মেয়ের আঙুলে। সাতদিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে ভাল ঘরে।'

আংটিটা তরিকুল্লার হাতে দিয়েই বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে সগৌরবে ডুব দিল জলকুমার। তিন সেকেণ্ড পরেই হঠাৎ হতাশ করে পানিতে পড়লো তরিকুল্লাহ। খপ্ করে পিছন থেকে কলার চেপে ধরে টেনে নৌকায় তুললো ওকে সাধন সরকার। ইতিমধ্যেই কয়েক ঢোক পানি চলে গেছে তরিকুল্লার পেটে।

সেদিন দুপুর নাগাদ আবার শুরু হলো বৃষ্টি।

ভিজে চুপচুপে হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে তরিকুল্লাহ। দাড়ি কামি-

য়ে, আচ্ছামত সাবান মেখে স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে হাসিমুখে বেরিয়ে এলো সে বাথরুম থেকে—ফ্রেশ।

হাসি-খুশির মধ্যে দিয়ে কাটলো বাকি দিনটা। সন্ধ্যে লাগতেই দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে এলো টিপু। পপির আঙুলে পরিয়ে দেয়া হলো জলকুমারের দেয়া আংটিটা। সবাই মিলে দিন ঠিক করা করা হলো কবে টিপুর বন্ধু-বান্ধব আর পুলিশ ইন্সপেক্টার সাধন সরকারকে দাওয়াত করে ভোজ খাওয়ানো হবে।

পরদিন ভোরে গিন্নীর ধাক্কায় ঘুম ভাঙলো তরিকুল্লার।

'ভোঁশ ভোঁশ করে ঘোমালেই হবে, নাকি দোকানে যেতে-টেতে হবে?' হাঁক ছাড়লো গিন্নী।

'কেন, টিপু···টিপু যায়নি এখনো?'

'বে-আক্কেলে মিনসে··· ও যাবে কেন? পারবে না বলে দিয়েছে ···প্র্যাকটিস আছে। তাছাড়া অতটুকু ছেলে, ও ব্যবসার বোঝেটা কি? উঠে পড়ো, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সব, দয়া করে নাস্তাটা খেয়ে উদ্ধার করো আমাকে। অকম্মার ঢেঁকি, শুয়ে শুয়ে লাটসাহেবী হচ্ছে—উঠবে?'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো তরিকুল্লাহ। দেরি হচ্ছে দেখে আবার হাঁক ছাড়লো গিন্নী। গলাটা আগের চেয়ে আরেক পর্দা চড়া। বেরিয়ে এসে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে নাস্তা খেয়ে নিল সে। তারপর ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়লো দোকানের উদ্দেশে।

মুখে মৃদু হাসি। বুকে সবার জন্যে ভালবাসা।

[এইচ. এল. গোল্ড-এর 'টাবল উইথ ওয়াটার' অবলম্বনে।]

BanglaBook.org